

শাইখ খালিদ আর রশিদ

# আল্লাহ আপনার দেখছেন

জুবায়ের রশীদ  
অনূদিত

শাইখ খালিদ আর রশিদ এমন একজন দাঈ । অবস্থানগত দিক থেকে তিনি আরবের হলেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বব্যাপী চলমান তার দাওয়াতের কার্যক্রম । তার লেখা, তার লেকচার পথহারা মানুষের জীবনকে করছে দীপান্বিত । আলোকিত করছে গাফেল ও ঈমানি পরিচয় ভুলে যাওয়া মুসলমানদের । আরব তরুণদের বড় প্রিয়ভাজন তিনি । আরবের প্রজ্ঞাবান এই শাইখ বর্তমান সৌদি সরকারের রোযানলে কারাজীবন ভোগ করছেন । মহান রবের নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি এবং সকলের দোয়া কামনা করি, আল্লাহ যেন সমকালীন বিশ্বের এই প্রজ্ঞাবান আলেম ও দূরদর্শী দাঈকে জালিমের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে পুনরায় উম্মাহর খেদমতে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করেন । তার ভরাট কণ্ঠের চিত্তজাগানিয়া আহ্বান যেন ফের মুসলিম উম্মাহর কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয় । মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে যেন আবারো ঢেউ তুলে তার উদাত্ত ডাক । আরবের হে শাদূল পুরুষ, খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর চেতনা ও রক্তকে ধারণকারী বীর সৈনিক আপনি দীর্ঘজীবী হোন । জয় হোক আপনার । বোধোদয় হোক আপনার শত্রুদের ।

## ঐশ্বর্য

মহীয়সী আন্মা । যার দোয়া ও ভালোবাসায় এতদূর পথচলা । আল্লাহ তাকে সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন । তার একনিষ্ঠ খেদমত করে যেন আলোকিত করতে পারি দুনিয়া-আখেরাত ।



অনুবাদকের কথা.....	৮
আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক ভালোবাসা.....	১১
আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসার নিদর্শন.....	১২
বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন.....	১৩
উত্তম পদ্ধতিতে লালন-পালন.....	১৪
বান্দার হৃদয়কে করেন দয়াদ্র ও কোমল.....	১৫
বান্দার ডাকে তিনি সাড়া দেন.....	১৬
বান্দার তিনি প্রশংসা করেন.....	১৭
সমূহ বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করেন.....	১৮
খাতিমা বিল খায়র-সুন্দর পরিসমাপ্তি.....	২০
বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ.....	২২
নির্জনতা ও একাকীত্বকে ভালোবাসা.....	২২
আসমান-জমিনে ছড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার বার্তা.....	২৩
নিঝুম রাতের আঁধারে.....	২৫
খোদাপ্রেমে পাগল এক দাসী.....	২৬
ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া.....	২৮
হৃদয়-মনে আঁকা তার নাম.....	৩২
জিকিরকারীর সম্মান ও মর্যাদা.....	৩৩
কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম জিকির.....	৩৬
আমিও কি ভালোবাসি তাকে.....	৩৭
বন্দি হও আনুগত্যের শৃঙ্খলে.....	৩৮
আনুগত্যের প্রতিদান.....	৪১
শামিল হয়েছ আজ ফজরের জামাতে?.....	৪৩
ভালোবাসার মিথ্যা দাবিদার.....	৪৪
আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা.....	৪৬
যে কথায় হৃদয় জাগে.....	৪৭
আল্লাহ আপনাকে দেখছেন.....	৫০
মানব সৃষ্টির রহস্য.....	৫২



আখেরাতের প্রস্তুতি .....	৫৪
দুনিয়ার দৃষ্টান্ত .....	৫৬
দুঃখের পর রয়েছে অনাবিল সুখ .....	৫৭
চেয়ে নিন তার কাছে.....	৫৯
তাওয়াক্কুলের অর্থ .....	৫৯
নামাজ প্রেমময় ইবাদত .....	৬০
তিনি জানেন আপনি যা করছেন.....	৬১
ইহসানের পরিচয়.....	৬২
মুরাকাবার অর্থ.....	৬৩
আল্লাহর পবিত্র ও গুণবাচক নামসমূহের ইলম.....	৬৪
আল্লাহর গুণবাচক নাম অগণিত .....	৬৬
যে নামে ডাকা যাবে না তাকে .....	৬৭
আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন .....	৬৯
উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের ইসলাম গ্রহণ .....	৭২
আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করেন.....	৭৬
বান্দার ঈমানের হেফাজত.....	৭৮
নামাজ সর্বোত্তম ইবাদত.....	৮০
নামাজ বান্দার রিজিক বৃদ্ধি করে .....	৮১
নামাজ বান্দার বিপদ দূর করে.....	৮১
নামাজ সফলতার চাবিকাঠি .....	৮২
চোখ কান ও অন্তরের হেফাজত.....	৮৪
আল্লাহ শ্রবণ করছেন আপনার কথা.....	৮৬
আল্লাহ আপনাকে দেখছেন.....	৯০
আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়.....	৯২
হৃদয়ে আল্লাহর নামসমূহের প্রভাব .....	৯৩
সকাতর প্রার্থনা .....	৯৭

## অনুবাদের কথা

একটি ছোট্ট আর সংক্ষিপ্ত জীবন দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে। মানুষ সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার রয়েছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য। পার্থিব জীবন সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্র। জীবনের সংক্ষিপ্ত পাঠ চুকিয়ে একদিন চলে যেতে হবে আল্লাহ তায়ালা নিকট। তারপর তিনি মানুষের প্রতিটি কৃতকর্মের হিসাব চাইবেন। হাশরের ময়দানে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ। আল্লাহর কসম! এর বিপরীত হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যানুযায়ী কিয়ামতের দিন এক কদমও কেউ অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার যাপিত জীবনের পরিপূর্ণ হিসাব দেবে। হিসাব গ্রহণের পর আল্লাহ তায়ালা জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা করবেন। যে জান্নাতে যাবে সেই প্রকৃত সফলকাম। আর যে জাহান্নামে যাবে, সে হবে চূড়ান্ত ব্যর্থ ও নাকাম। ইরশাদ হয়েছে, 'যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।'

কিন্তু দুনিয়ায় আগমনের পর মানুষ ভুলে যায় সে উদ্দেশ্যের কথা। ভুলে যায় মহান রবের প্রতিশ্রুতি। দুনিয়ার মোহে মানুষ হয়ে যায় অন্ধ। সম্পদের লালসায় সে হয়ে যায় মাতাল। প্রবৃত্তির দাসত্ব তাকে বানিয়ে দেয় বোকা। বস্তু ও পুঁজিবাদের নেশা তাকে আজন্ম ভুলিয়ে রাখে অবশ্যজ্ঞাবী চিরস্থায়ী জীবনের কথা। মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়। ভুলে যায় ইবাদত এবং বিধি-নিষেধের কথা। জীবনযাপনে তখন পরিলক্ষিত হয় চূড়ান্ত অবাধ্যতা। দুঃখজনক হলেও এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, আজ অধিকাংশ মুসলমান তার রবকে ভুলে আছে। তাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে নেই ইসলামের ন্যূনতম অনুশাসন। আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি নেই তাদের সামান্য কর্তব্যবোধ। মুসলিম সমাজে প্রতিনিয়ত এমন লোকদের সংখ্যা জ্যামিতিকহারে বেড়েই চলেছে। ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলমানদের বিচ্যুতি ও অবাধ্যতার পরিমাণ।

কিন্তু আশার কথা হলো, বিশ্বব্যাপী উম্মতের কতিপয় মহান ব্যক্তি দ্বীন ও আত্মভোলা সেসব মানুষকে জাগ্রত করার প্রতি সদা জাগ্রত। দাওয়াতের মাধ্যমে উদাসীনতার বেড়াজাল থেকে তাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে

১ সূরা আলে ইমরান: ১৮৫



তোলার আশ্রয় চেষ্টা তারা করে চলেছেন। এর সুফলও আসছে অকল্পনীয়ভাবে। তাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে অসংখ্য মানুষ ফিরে আসছে আলোকিত জীবনের পথে। ফিরে আসছে অবাধ্যতা ও নাফরমানির অন্ধকার থেকে শাস্ত্রত আলোর মরুদ্যানে। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামের দীপিত জীবনব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে তাদের মন-মনন।

শাইখ খালিদ আর রশিদ এমনই একজন দাঈ। অবস্থানগত দিক থেকে তিনি আরবের হলেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বব্যাপী চলমান তার দাওয়াতের কার্যক্রম। তার লেখা, তার লেকচার পথহারা মানুষের জীবনকে করছে দীপান্বিত। আলোকিত করছে গাফেল ও ঈমানি পরিচয় ভুলে যাওয়া মুসলমানদের। আরব তরুণদের বড় প্রিয়ভাজন তিনি। আরবের প্রজ্ঞাবান এই শাইখ বর্তমান সৌদি সরকারের রোযানলে কারাজীবন ভোগ করছেন। মহান রবের নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি এবং সকলের দোয়া কামনা করি, আল্লাহ যেন সমকালীন বিশ্বের এই প্রজ্ঞাবান আলেম ও দূরদর্শী দাঈকে জালিমের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে পুনরায় উম্মাহর খেদমতে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করেন। তার ভরাট কণ্ঠের চিত্তজাগানিয়া আহ্বান যেন ফের মুসলিম উম্মাহর কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়। মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে যেন আবারো ঢেউ তুলে তার উদাত্ত ডাক। আরবের হে শাদুল পুরুষ, খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর চেতনা ও রক্তকে ধারণকারী বীর সৈনিক আপনি দীর্ঘজীবী হোন। জয় হোক আপনার। বোধোদয় হোক আপনার শত্রুদের।

আল্লাহ আপনাকে দেখছেন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মুহতারাম শাইখ খালিদ আর রশিদ হাফিজাহুল্লাহর দুটি অনবদ্য লেকচারের অনুবাদ। তার প্রতিটি লেকচার ইংরেজি-সহ পৃথিবীর বহুল প্রচলিত ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। বাংলাভাষী পাঠককে শাইখের হৃদয়-প্রভাবক ও আত্মবিগলিত কথামালার সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে দাওয়াতি মেজাজ থেকে আমাদের এই শ্রম। গ্রন্থটি পাঠকের জীবনকে নতুন রঙে, নতুন চিন্তায় এবং নতুন স্বপ্নে তড়িত করবে। ভেতরে জাগ্রত করবে ঈমানের আত্মমর্যাদা। আল্লাহর নির্দেশ এবং নবীজির সুন্নাহর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে গভীরভাবে। বিশেষভাবে অন্তরে জাগিয়ে তুলবে তাকওয়া। তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আল্লাহ তায়ালা যার অসিয়ত তার পূর্বাপর সকল বান্দাকে করেছেন এবং তাকওয়া গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের এবং তোমাদের আমি নির্দেশ



দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।”<sup>২</sup>

গ্রন্থটি প্রকাশ করছে হাসানাহ পাবলিকেশন। একটি কল্যাণমূলক দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা তাদের প্রকাশনীর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের গ্রন্থ নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহ সেদিকেই ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাশীল করুন। তাদের সকল খিদমাহ কবুল করুন।

গ্রন্থটি যখন অনুবাদ করছি, তখন বিশ্বব্যাপী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস নামক এক অদৃশ্য ও ভয়ংকর মহামারি। মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। লকডাউনে একপ্রকার গৃহবন্দি জীবনযাপন করছি। মৃত্যুর ভয় শরীরকে শীতল করে রাখে সকাল-সন্ধ্যা। তথাপিও উদ্যমতার সাথে কাজ করার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীতে আরো একটি ভালো কাজ রেখে যেতে পারি এই বাসনায়। আল্লাহ কাজটি পূর্ণাঙ্গ করার তাওফিক দিয়েছেন। অগণিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার মহান রবের।

লেখক, অনুবাদক, পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহ তায়াল্লা কবুল করুন। দুনিয়াতে সম্মান, মর্যাদা ও পরকালে মুক্তির মাধ্যম বানান।

মুফতী জুবায়ের রশীদ

মুশরিফ (ইফতা)

মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া

উস্তরা, ঢাকা।

## আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক ভালোবাসা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে তার প্রিয় মুমিন বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

‘আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে।’<sup>৩</sup>

নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি আয়াত, যা মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সীমাহীন রহমতের বহিঃপ্রকাশ এবং একই সঙ্গে এতে ফুটে উঠেছে বান্দার প্রতি আল্লাহর অগাধ ভালোবাসা ও অপরিসীম কৃপা।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, এর মাঝে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, একজন ফকির সে ধনীকে ভালোবাসে, যে লাঞ্চিত, অপমানিত সে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিকে ভালোবাসে। তেমনিভাবে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আল্লাহ তায়ালাকে বান্দা ভালোবাসে। কেননা, মুমিন মাত্রই সে আল্লাহকে ভালোবাসবে। আল্লাহর প্রতি যার অন্তরে ভালোবাসা নেই সে কখনো মুমিন নয়।<sup>৪</sup> ঈমানের সবচেয়ে বড় শর্ত হলো,

৩ সূরা আল-মায়িদা: ৫৪।

৪ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ.. وَإِنَّ اللَّهَ يَعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يَحِبُّ، وَمَنْ لَا يَحِبُّ.. وَلَا يَعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يَحِبُّ وَلَنْ تَزُومَ وَاللَّهُ حَقٌّ.. يَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা রিজিক যেমন তোমাদের মাঝে বন্টন করেছেন, তেমনি বন্টন করেছেন তোমাদের স্বভাব-চরিত্রকেও। তিনি যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না সকলকেই



হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা লালন করা। কিন্তু সীমাহীন বিস্ময় ও অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসেন! কেননা, তিনি প্রভু আর আমরা তার অনুগত বান্দা। তিনি ধনী আমরা তার বাধ্য ফকির। তিনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আর আমরা করি তার দাসত্ব। তিনি মালিক আমরা তার অনুগত গোলাম। প্রভু হয়ে তিনি বান্দাদের ভালোবাসেন; এটি বরং আশ্চর্যের বিষয়। যেমন আশ্চর্যের বিষয় হলো, ধনী যদি ফকিরকে ভালোবাসে, বাদশাহ যদি ভালোবাসে প্রজাকে, মনিব যদি ভালোবাসে তার গোলামকে। আরো ঢের বিস্ময়কর হলো, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে শুধু ভালোই বাসেননি বরং তার অসংখ্য ও অগণিত নেয়ামতের মাঝে ডুবিয়ে রেখেছেন। শ্রেষ্ঠত্বমণ্ডিত করেছেন তার অফুরন্ত কৃপা ও দাক্ষিণ্য দ্বারা। আল্লাহ তায়ালা এই ভালোবাসার যথাযথ মূল্য কেবল সে ব্যক্তিই বুঝতে পারবে যে আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃতার্থে চিনতে পেরেছে। হৃদয়ে অর্জন করেছে তার মারেফত। তার সুমহান নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে যে ব্যক্তি বিশদ জ্ঞান অর্জন করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে, অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার কতিপয় প্রমাণ রয়েছে। রয়েছে উৎকৃষ্ট কিছু নিদর্শন। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় ধারাবাহিকভাবে সেগুলো তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ!

### আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসার নিদর্শন

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসেন এর স্বপক্ষে প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে দুনিয়ার সকল অবৈধ ভোগ-বিলাস থেকে নিবৃত্ত রাখেন। তাদের এবং দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির মাঝে তৈরি করে দেন বিরাট প্রতিবন্ধক। যেন বান্দা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ধ্বংস না করে চিরস্থায়ী আখেরাত। কেননা, স্বাভাবিক নিয়ম তো এই যে, মানুষ তার ভালোবাসার প্রিয় মানুষটিকে সকল ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তার সামান্যতম ক্ষতিও সে কখনো কামনা করে না। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যদি এমন হয়, তাহলে যিনি সৃষ্টি

দুনিয়ার নেয়ামত দান করেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাদের দান করেন যাদের তিনি ভালোবাসেন। আল্লাহর শপথ! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ ও তার রাসুলকে সকল কিছু থেকে অধিক ভালোবাসবে। 'আস-সহিহাহ: ২৭১৪।



করেছেন মানুষকে, মানুষের যিনি চির কল্যাণকামী সেই মহান আল্লাহর ভালোবাসা কেমন হবে তা তো সহজেই অনুমেয়। তিনি তার বান্দাকে কখনো ধ্বংস ও শাস্তির মুখে পতিত করতে চান না। আর সেজন্যই মুমিন বান্দাদের দুনিয়ার মোহ ও লালসার ক্ষতি থেকে হেফাজত করেন। তাদের গোনাহ ও পাপের সকল উপকরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

## বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, তিনি তার বান্দাকে দুনিয়ার চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহ থেকে সর্বতোভাবে বাঁচিয়ে রাখেন। তার অন্তর থেকে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা দূরীভূত করেন। মূলোৎপাটন করেন সকল কামনা-বাসনার চাহিদা। যেন সেসবের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়ে তাদের অন্তর অসুস্থ হয়ে না যায়। যেন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ভালোবেসে পরকালের অনন্ত অসীম চির শান্তির জান্নাত থেকে বঞ্চিত না হয়। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে ভালোবাসেন বলেই দুনিয়ার এসব সামান্য তুচ্ছ বিষয়ের লালসা ও কামনা থেকে তাদের হেফাজত করেন। তিনি চান তার বান্দারা যেন দুনিয়ার সাধারণ ও তুচ্ছ বস্তুসমূহ পরিহার করে পরকালের চির সুখের জান্নাত লাভ করতে পারে।

হযরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَحْمِيَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يَحِبُّهُ، كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ

‘আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন বলেই মুমিনদের দুনিয়ার (মোহ ও লালসা) থেকে হেফাজত করেন। তোমরা যেমন তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে রাখো, তেমনি আল্লাহ তার বান্দাদের দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।’<sup>৫</sup>

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

৫ মুসনাদে আহমদ: ২৩০৯১।

وَلَا تُدْخِلَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ  
فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

‘পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের চাকচিক্য স্বরূপ যেসব ভোগের সামগ্রী দিয়েছি, তুমি তার দিকে চোখ বাড়িয়ে না। তোমার প্রভুর দেওয়া জীবিকাই শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর শ্রেয়।’<sup>৬</sup>

আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি সামান্য একটি মশা ও মাছির ন্যায় হতো, তাহলে কোনো কাফেরকে তিনি দুনিয়ার সামান্যও ভোগ করতে দিতেন না। দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট নেই। আর সেজন্যই তিনি কাফেরদের দুনিয়ার একচ্ছত্র রাজত্ব ও আধিপত্য দিয়েছেন।

### উত্তম পদ্ধতিতে লালন-পালন

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসার প্রমাণ হলো, দুনিয়াতে তিনি তার বান্দাকে সুন্দর ও অতি উত্তম পদ্ধতিতে লালন-পালন করেন। তিনি বান্দাকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যু পর্যন্ত একটি সুন্দর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ভেতর লালন-পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার অন্তরকে ঈমানের রশ্মি দ্বারা আলোকিত করেন। তাকে দান করেন শানিত জ্ঞান, প্রখর মেধা ও পরিণত বোধ-বুদ্ধি। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তার ইবাদতের জন্য নির্বাচন করেছেন। বান্দার অন্তর ও জিহ্বাকে দিবা-রাত্রি তার জিকির ও স্মরণে ব্যস্ত রাখেন। বান্দার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার সেবা ও সম্ভ্রুতি অর্জনে ব্যতিব্যস্ত রাখেন। বান্দার সকল কাজ-কর্ম তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সম্পাদন করে দেন। তাদের বাহির ও ভেতরকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে দেন। তাদের তিনি সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ.. وَإِنَّ اللَّهَ  
يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يَحِبُّ، وَمَنْ لَا يَحِبُّ.. وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يَحِبُّ.. وَلَنْ



تؤمن بالله حتى... يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা রিজিক যেমন তোমাদের মাঝে বণ্টন করেছেন, তেমনি বণ্টন করেছেন তোমাদের স্বভাব-চরিত্রকেও। তিনি যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না সকলকেই দুনিয়ার নেয়ামত দান করেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাদেরকেই দান করেন যাদের তিনি ভালোবাসেন। আল্লাহর শপথ! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ ও তার রাসুলকে সকল কিছু থেকে অধিক ভালোবাসবে।’<sup>৭</sup>

### বান্দার হৃদয়কে করেন দয়র্দ্র ও কোমল

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসার আরো প্রমাণ হলো, তিনি বান্দার অন্তরকে কোমল ও দয়র্দ্র বানিয়ে দেন। বান্দার হৃদয়কে করে দেন অতিশয় দয়াবান ও সহানুভূতিশীল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

‘আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তার অন্তরে কোমলতা দান করেন।’<sup>৮</sup>

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি তাকে দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী বানিয়ে দেন। মুমিনদের প্রতি সে দয়ালু হয়। বিপদে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়। আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে তাদের পাশে দাঁড়ায়। আর শত্রুদের প্রতি হয় কঠোর চিন্তের অধিকারী। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা একে মুমিনের অন্যতম গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ

‘তারা কাফেরদের ব্যাপারে হয় কঠিন আর পরস্পরে (মুমিনদের) প্রতি হয়

৭ আস-সহিহাহ: ২৭১৪।

৮ সহিহ বুখারি: ৬৩৯৫।



দয়ালু।”<sup>৯</sup>

অপর আয়াতে আরো ইরশাদ করেন,

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

‘মুমিনদের ক্ষেত্রে তারা হয় নরম এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে হয় রূঢ়।’<sup>১০</sup>

যাদের অন্তরে দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যাদের অন্তরে রয়েছে নম্রতা আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেন। যারা দয়ালু আচরণ করে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের সাথে দয়ালু আচরণ করেন। অন্যদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন।

### বান্দার ডাকে তিনি সাড়া দেন

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, বান্দা যখন দোয়া করে তখন তিনি বান্দার দোয়া কবুল করেন। বান্দা যখন আল্লাহকে একান্তচিন্তে ডাকতে থাকে তখন তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন। বান্দা যখন আল্লাহর নিকট কোনো প্রয়োজন পূরণের আরজি পেশ করে তখন তিনি বান্দার আরজি গ্রহণ করেন। বান্দা যখন অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করে তখন তিনি বান্দাকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন। বান্দা যখন রিজিকের প্রশস্ততার কথা বলে তখন তিনি বান্দার রিজিক বাড়িয়ে দেন। মোটকথা, বান্দা যখন আল্লাহর নিকট প্রকাশ্যে ও গোপনে, একাকী ও নিবৃত্তে কিছু কামনা করে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাকে তা দিতে কোনো প্রকার কুণ্ঠিত হন না।

৯ সূরা ফাতাহ: ২৯।

১০ সূরা মায়দা: ৫৪।

## বান্দার তিনি প্রশংসা করেন

আল্লাহ তার যে বান্দাকে ভালোবাসেন তার প্রতি তিনি সম্বষ্ট হোন। তার প্রশংসা করেন। কেননা, ভালোবাসার প্রমাণ হলো, প্রিয় মানুষটি তার প্রতি সম্বষ্ট হওয়া। তার প্রশংসা করা। তার স্তুতি ও বন্দনা গাওয়া। তাই ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা উক্ত বান্দার প্রতি সম্বষ্ট হোন। নিজে তার প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয়, আসমান ও জমিনের সকলের হৃদয়ে তার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। ফলে তারাও তাকে ভালোবাসে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ : إِنِّي أَحْبَبْتُ فَلَانًا فَأَحْبَبَهُ قَالَ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يَنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبَبُوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَوْضَعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ.

‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন জিবরাইল তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিবরাইল আসমানে ঘোষণা দেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। ফলে আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসে। অতঃপর দুনিয়ার লোকদের অন্তরেও তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।’<sup>১১</sup>

অপর হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صِيَّتٌ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا كَانَ صِيَّتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا وَضِعَ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ صِيَّتُهُ فِي السَّمَاءِ سَيِّئًا وَضِعَ فِي الْأَرْضِ.

‘আসমানে (ফেরেশতাদের নিকট) সকল মানুষের প্রশংসা রয়েছে। কারো প্রশংসা যদি ভালো হয় তাহলে পৃথিবীতে (মানুষের মাঝে) অনুরূপ তার ভালো প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। আর যদি মন্দ হয় তাহলে অনুরূপ মন্দ



প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে।<sup>১২</sup>

হযরত আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো,

أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس وفي رواية ويحبه الناس عليه.. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.

‘আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে সৎকাজ করে এবং লোকেরা তার সৎকাজের জন্য প্রশংসা করে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য তা অগ্রিম সুসংবাদ (পুরস্কার)।<sup>১৩</sup>

### সমূহ বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করেন

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, তিনি বান্দাকে অসংখ্য বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন যা তার গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، وولده، وماله حتى يلقي الله وما عليه خطيئة

‘মুমিন নারী-পুরুষের তার জীবন, তার সন্তান-সন্ততি, তার মাল-সম্পদের ওপর মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন বিপদ-মুসিবত আসতে থাকে। এবং সেগুলো তার গোনাহকে মিটিয়ে দেয়।<sup>১৪</sup>

হ্যাঁ, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন তিনি তাদের নানান পরীক্ষায় ফেলেন। কখনো দুনিয়াকে তাদের ওপর সংকীর্ণ করে দেন। কখনো তাদের জীবিকা ও রিজিক সংকুচিত করে দেন। আবার কখনো তাদের জান-মাল, পরিবার-পরিজনের ওপর চাপিয়ে দেন

১২ আল-জামে: ৫৭৩২।

১৩ সহিহ মুসলিম: ৪৯০৯।

১৪ সুনানুত তিরমিযি: ২৩৯৯।



বিপদ মুসিবত। বস্তুত এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে পার্থিব সকল অনুরাগ ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে কেবল তার একনিষ্ঠ ভালোবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। বান্দা যখন বিপদ-আপদের নানামুখী পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন পূর্বের চেয়ে অধিক বেশি আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। তার অন্তর তখন সর্বদা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। রাতের গভীরে, দিনের আলোতে, সালাতের পর আল্লাহ তায়ালাকে সে একান্তে হৃদয়ের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে ডাকতে থাকে।

আনুগত্য ও ইবাদত অধিকতর বাড়িয়ে দেয়। রাতের শেষ প্রহরে অশ্রুভেজা প্রার্থনা করে মহান প্রভুর দরবারে। এভাবে বান্দা আল্লাহর অধিকতর নৈকট্য লাভ করে। তার সন্তুষ্টি অর্জন করে। পার্থিব জীবনে মুমিনদের ওপর যত বিপদ-মুসিবত আপতিত হয় এর সবকিছু তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করে দেখেন বান্দাদের মধ্যে কারা তার অনুগত এবং কারা তার অবাধ্য। কারা ধৈর্যশীল আর কারা অসহিষ্ণুপ্রবণ। যারা সকল বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার আনুগত্য ও ইবাদত বাড়িয়ে দেয় তারা হলো আল্লাহর প্রিয় ও অনুগত বান্দা। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া-আখেরাতে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। পক্ষান্তরে যারা পার্থিব বিপদ-মুসিবতে অধৈর্য হয়ে পড়ে, আল্লাহর ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলে, ইবাদত-আনুগত্য ছেড়ে দেয় তারা আল্লাহর অপ্রিয় বান্দা। দুনিয়া-আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও মর্মভ্রদ শাস্তি। কথায় আছে, বিপদে বন্ধুর পরিচয়। সংকটের মুহূর্তে পার্থক্য হয় কে উত্তম বন্ধু আর কে ধোঁকাবাজ।

ভালোবাসার দাবি তো এটিই যে, বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করা হবে। তাই মুমিনদের উচিত, পার্থিব জীবনের সকল বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা। সুদিনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি দুর্দিনে ধৈর্য ধারণ করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা স্থাপন করা। সকল দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাতে সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

وَلْتَبْلُوْنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوْاْ خَبَارَكُمْ

‘আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্য থেকে

জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের বেছে নেই এবং তোমাদের তথ্যসমূহ যাচাই করি।’<sup>১৫</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ

‘আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন তাদের তিনি পরীক্ষা করেন।’<sup>১৬</sup>

অপর হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وعلى قدر الإيمان يكون البلاء.

‘আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করেন।’

### খাতিমা বিল খায়র—সুন্দর পরিসমাপ্তি

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবাসার আরো প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, তিনি বান্দাকে সুন্দর সমাপ্তি দান করেন। তার মৃত্যু হয় প্রশংসিত ও আনন্দদায়ক। আমলে সালাহ তথা নেক আমল করা অবস্থায় মৃত্যু দান করেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সকল সৃষ্টিকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কিন্তু মানুষ কেউ জানে না কখন তার মৃত্যু হবে। জানে না কোনদিন কোন প্রহরে ফুরিয়ে আসবে তার জীবনের নিঃশ্বাস। জানে না কখন তার জীবনের দুয়ারে এসে হাজির হবে মৃত্যুর ফেরেশতা। তাই বান্দার উচিত আল্লাহ তায়ালায় নিকট সুন্দর মৃত্যুর জন্য অবিরাম দোয়া ও অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা করা। যখনই আল্লাহ তায়ালায় নিকট দু-হাত উত্তোলন করবে তখনই বিশেষ আরজি পেশ করবে, যেন তার জীবনের সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটে। যেন পুণ্যবান ব্যক্তিদের ন্যায় আমলে সালাহ তথা নেক আমল করা অবস্থায় মৃত্যু হয়।

১৫ সূরা মুহাম্মদ: ৩১।

১৬ ইবনে মাজাহ: ৪০৩১।



রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَّلَهُ فَقِيلَ : وَمَا عَسَّلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَا يَوْفُقُ لَهُ  
عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيِ أَجَلِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيرَانُهُ أَوْ قَالَ مِنْ حَوْلِهِ.

‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাকে মধু পান করান। সাহায্যে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! মধু পান করানোর অর্থ কী? প্রতিউত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাকে এমন সৎকাজ করার তাওফিক দেন যে, তার প্রতিবেশিরা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।’<sup>১৭</sup>

হে আল্লাহর বান্দাগণ! জেনে রেখো! মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে সেভাবেই সে মৃত্যুবরণ করে। আর যেভাবে মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামতের দিন সেভাবেই পুনরুত্থিত হবে। বান্দা যদি দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে, তার সমস্ত আদেশ মেনে চলে, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকে তাহলে তার মৃত্যু হবে সুন্দর। তার মৃত্যু হবে নামাজরত অবস্থায়। তার মৃত্যু হবে রুকুতে। তার মৃত্যু হবে সিজদায়। তার মৃত্যু হবে তাওয়াফ করা অবস্থায়। তার মৃত্যু হবে আরাফাহর ময়দানে, মিনা, মুজদালিফায়। পক্ষান্তরে, কেউ যদি পার্থিব জীবনে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তাকে ভয় না করে, নামাজের প্রতি যত্নবান না হয়, হারাম ও নাজায়েজ থেকে বিরত না থাকে তাহলে তার মৃত্যু হবে কুৎসিত ও ভয়ংকর অবস্থায়। তার মৃত্যু হবে মদের আসরে। তার মৃত্যু হবে খেলার মাঠে। তার মৃত্যু হবে নাচ-গান ও অশ্লীলতায় লিপ্ত অবস্থায়। আল্লাহ তায়ালা তার কোনো বান্দার প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। প্রত্যেককে তিনি তাই দেন যা তার প্রাপ্য।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

‘তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।’<sup>১৮</sup>

১৭ আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব: ৪/২০৪।

১৮ সুরা কাহফ: ৪৯।

## বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ

অনেকে দাবি করে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। তাদের মন ও হৃদয়জুড়ে রয়েছে আল্লাহর প্রতি অশেষ প্রেম ও ভালোবাসা। বান্দা যখন নিজেকে আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবি করে তখন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দার নিকট উক্ত ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন চান। কেননা, ভালোবাসার দাবি করা খুবই সহজ। কিন্তু সে ভালোবাসা প্রমাণ করা খুব কঠিন। কেউ যখন নিজেকে আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবি করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, সত্যিই বান্দা তাকে ভালোবাসে কিনা। আর এটি তো খুব যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত।

আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। বরং এটা অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার দাবি করা নিছক সাধারণ কোনো দাবি নয়। অতি সম্মানিত এক দাবি। ভালোবাসা একটি উত্তম বৃক্ষের ন্যায়। যে বৃক্ষের শেকড় প্রোথিত পৃথিবীতে আর তার ডালপালা, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে সমগ্র আসমানে। আর সে ভালোবাসার ফল প্রকাশ পায় বান্দার হৃদয়ে, জবানে ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, এ দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ কী? ভালোবাসা কি নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম নাকি এর জন্য রয়েছে কতিপয় প্রমাণাদি? প্রত্যেক দাবির পেছনেই রয়েছে দলিল। প্রত্যেক কথার পেছনেই রয়েছে যুক্তি।

## নির্জনতা ও একাকীত্বকে ভালোবাসা

বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ হলো, বান্দা একাত্ত ও নির্জনতাকে পছন্দ করা। একাকী নীরবে অত্যন্ত সঙ্গোপনে আল্লাহর ইবাদত ও প্রার্থনা করা। আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। রাত্রি যখন গভীর হবে, পৃথিবী ছেয়ে যাবে নীরব-নিস্তব্ধতায়। সমগ্র জগৎ ঘুমিয়ে পড়বে রাত্রির নিকম্ব অন্ধকারে। বান্দা তখন চুপিচুপি জায়নামাজে দাঁড়াবে। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করবে। রুকু করবে পরম ভালোবাসার সাথে। প্রতিটি তাসবিহ পাঠ করবে মধুরতার সাথে। সিজদা করবে ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে। বান্দা সিজদায় নিজেকে মিটিয়ে দেবে প্রভুর কুদরতি



কদমের সামনে। বিশ্বাস ও ভালোবাসার সাথে সিজদায় পড়ে প্রার্থনা করবে। আল্লাহর সামনে প্রবাহিত করবে আবেগ ও ভালোবাসার বারনা। আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য বান্দা গোপন সময়ের অপেক্ষা করবে। একাকি শুধু আল্লাহকে ডেকে চলবে। কেউ শুনবে না সে ডাক। বান্দা ও প্রভুর মাঝে থাকবে না কোনো ব্যবধান। বান্দা অবিরত ডেকে যাবে প্রভু নামের তাসবিহ। সে ডাক শুনবেন আল্লাহ সুবহানা হু তায়ালা।

### আসমান-জমিনে ছড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার বার্তা

বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসে তখন ভালোবাসার সকল প্রমাণ পেশ করে। ভালোবাসার পরীক্ষায় বান্দা যখন উত্তীর্ণ হয় আল্লাহ সুবহানা হু তায়ালা তখন আসমানের ফেরেশতা ও জমিনের অধিবাসীদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, আমার অমুক বান্দা আমাকে ভালোবাসে, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। সে আমার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তোমরাও তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করো। সে আমাকে স্মরণ করে, তোমরাও তাকে স্মরণ করো।

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ فَلَانًا فَأَحْبِبْهُ قَالَ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يَنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبِبُوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوَضِّعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ.

‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন জিবরাইল তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিবরাইল আসমানে ঘোষণা দেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। ফলে আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসে। অতঃপর দুনিয়ার লোকদের অন্তরেও তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।’<sup>১৯</sup>

আসমানের ফেরেশতা ও জমিনের অধিবাসীরা তখন ডেকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! সে-সমস্ত লোকদের চেনার উপায় কী যারা আপনাকে ভালোবাসে এবং আপনি তাদের ভালোবাসেন?

১৯ সহিহ বুখারি: ৩২০৯।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

‘আল্লাহর বান্দা তারা, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে নম্রভাবে। মূর্থ ব্যক্তিরা যখন তাদের ডাকে তখন তারা বলে সালাম। এবং যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালককে সেজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায়।’<sup>২০</sup>

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا • وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا • إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا • وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا • وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

‘যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে এবং দণ্ডায়মান থেকে। আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর করে দিন। জাহান্নামের শাস্তি নিশ্চয় বিনাশ। নিশ্চয় তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে নিকৃষ্ট। যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না। কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এ উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায়। তারা আল্লাহর সাথে কোনো উপাস্যকে ডাকে না। আল্লাহ যাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাদের হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।’<sup>২১</sup>

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

‘যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং বাজে কথা শুনতে পেলো সম্মান বাঁচিয়ে

২০ সূরা ফুরকান: ৬৩।

২১ সূরা ফুরকান: ৬৪-৬৮।



যাদের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া যাবে তারাই আল্লাহর বিশেষ বান্দা। তারাই অধিকতর ভালোবাসে আল্লাহকে। তাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। তারা আল্লাহর মৌখিক স্তুতি ও বন্দনার পাশাপাশি আমলের মাধ্যমেও আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ পেশ করে।

### নিঝুম রাতের আঁধারে...

যাদের নিকট রাত্রির শেষ প্রহরে ঘুম ও গল্প-গুজব আল্লাহর ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয়, যাদের নিকট গভীর রাতে একান্তে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করার চেয়ে অযথা কার্যকলাপ অধিক আনন্দের তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা নয়। যাদের মাঝে উল্লিখিত গুণাবলি নেই তাদের ভালোবাসার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তাদের কাছে যদি কোনো প্রমাণ থাকেও তা আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তারা যদি সত্যিই আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসত তাহলে অবশ্যই তাদের নিকট শেষ রাতের প্রার্থনা প্রিয় ও আনন্দের বলে গণ্য হতো। তারা যদি প্রকৃতার্থেই আল্লাহকে ভালোবাসত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা করত। রাত্রির অখণ্ড নীরবতায় আল্লাহর প্রেমে মশগুল থাকত। এসবের মাধ্যমে অর্জন করত রবের সন্তুষ্টি।

কেননা, ভালোবাসার দাবি হলো, যাকে ভালোবাসবে তার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনে আগ্রাণ চেষ্টা করবে। বান্দা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবাসে তাহলে রাতের অন্ধকার দেখে সে খুশি হবে। কেননা রাতের অন্ধকারে মুনাজাত, কান্নাকাটি ও প্রার্থনা দুনিয়া ও আসমানের সকল বস্তু থেকে অধিক প্রিয় ও অত্যন্ত সুমিষ্ট। আল্লাহ প্রেমিকের নিকট রাতের নির্জন প্রহরের চেয়ে অধিক আনন্দের আর কোনো সময় নেই। রাতের সামান্য এক প্রহর নীরবতা তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার ভেতর যা আছে তার থেকে অত্যধিক মূল্যবান। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার দিদার লাভ করা যায়। মোটকথা, আল্লাহকে ভালোবাসার সর্বাধিক বড় প্রমাণ হলো, বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় অহর্নিশ মগ্ন থাকবে। তার পূর্ণ আনুগত্য করবে। অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকবে। নামাজ পড়বে। রোজা রাখবে। সদকাহ করবে। তার যাবতীয়

আদেশ পালন করবে। সকল প্রকার নিষেধ থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকবে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, তাদের নিকট রাত অত্যন্ত প্রিয় মুহূর্ত। তাদের নিকট রাতের চেয়ে উত্তম সময় আর নেই। কেননা, রাতে প্রভুর সাক্ষাতে ধন্য হওয়া যায়। রাতের শেষ প্রহরে প্রভু তার বান্দাকে অনবরত ডাকতে থাকেন। বলতে থাকেন, কেউ আছো কি ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করব। কেউ আছো কি তওবাকারী, আমি তার তওবা কবুল করব। কেউ আছো কি রিজিক প্রার্থনাকারী, আমি তার রিজিক বাড়িয়ে দেব। ভালোবাসার দাবি তো এটিই যে, প্রেমাস্পদের আস্থানে সবকিছু পেছনে ফেলে ছুটে যাবে তার নিকট। আল্লাহকে ভালোবাসার দাবিকারী সে-সমস্ত বান্দাদের জন্য রাতের শেষ প্রহর হলো প্রেমাস্পদের ডাকে সাড়ে দিয়ে তার নিকট ছুটে যাওয়ার ন্যায়। নামাজ হলো আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন। প্রার্থনা হলো আল্লাহর সাথে বান্দার একান্তে আলাপন।

### খোদাপ্রেমে পাগল এক দাসী

আবু আবদুল্লাহ নাবাজি বাজার থেকে একটি কালো দাসী ক্রয় করলেন। ক্রয় করার পর তিনি দাসীটিকে বললেন, ‘আমি তোমাকে তোমার মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করেছি। এখন আমি তোমার মালিক। এ কথা শুনে দাসীটি হাসল। আবু আবদুল্লাহ দাসীটিকে পাগল ধারণা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাগল? দাসী বলল, না আমি পাগল নই। এবার আবু আবদুল্লাহকে তার দাসী জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়তে পারেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কুরআন পড়তে পারি। দাসী বলল, তাহলে কুরআন থেকে কিছু অংশ পড়ুন। তিনি পড়লেন কুরআনের কিছু আয়াত। আবদুল্লাহর কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত শুনে দাসী কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, কুরআন পড়ার স্বাদ যদি এত মধুর ও সুমিষ্ট হয়, তাহলে আল্লাহকে দেখার স্বাদ না জানি কত মধুর!

আবু আবদুল্লাহ দাসীটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলো আবু আবদুল্লাহ ঘুমের জন্য বিছানা তৈরি করলেন। এটা দেখে দাসী বলল, হে আমার মনিব, আপনার কি লজ্জা হয় না যে, আপনার প্রভু ঘুমান না, অথচ আপনি রাতের শুরুতেই ঘুমের জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিলেন? এ তো ভারি আশ্চর্য! আপনি নিজেকে আল্লাহ



তায়ালাব বান্দা বলে দাবি করেন। দাবি করেন তাকে ভালোবাসার। অথচ তিনি ঘুমান না, আর আপনি রাতের শুরুতেই ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যাচ্ছেন। হে আমার মনিব, যদি মুক্তি চান তো আল্লাহকে সম্ভ্রষ্ট করুন। আর রাত হলো আল্লাহকে সম্ভ্রষ্ট করার সর্বাধিক উত্তম সময়।’

আবু আবদুল্লাহ বলেন, তারপর দাসীটি নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। দীর্ঘ সময় নামাজ পড়ল। প্রতি রাকাতে দীর্ঘক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করল। প্রতিটি রুকু-সিজদা ছিল তার দীর্ঘ। নামাজ শেষে দু-হাত তুলে প্রার্থনা শুরু করে আল্লাহর নিকট। আমি দূর থেকে দেখছি চোখ তার অশ্রুসিক্ত। তার প্রার্থনার অশ্রুতে চোখ-মুখ ভেসে যাচ্ছিল। যেন পাহাড়ি ঝরনা থেকে গড়িয়ে পড়ছে অফুরন্ত পানির ফোয়ারা। আমার কর্ণকুহরে ভেসে আসছে তার প্রার্থনার ভাষা, সে কেঁদে কেঁদে বলছে আল্লাহর নিকট, ‘হে আমার রব, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার শপথ করে বলছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আমাকে তুমি কোনো প্রকার শাস্তি দিয়ো না। তোমার শাস্তি বড় মর্মস্বেদ।’

আবু আবদুল্লাহ বলেন, যখন সে তার দোয়া শেষ করল, আমি তাকে বললাম, তুমি কীভাবে বুঝলে যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন?

দাসী বলল, ‘তিনি আমাকে তার সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন, আমাকে তার সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার তাওফিক দিয়েছেন। অথচ এখন ঘুমের সময়। আল্লাহ আমাকে ঘুমের বিছানা থেকে তুলে তার ইবাদত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। এটিই এ কথার প্রমাণ যে, আমার প্রভু আমাকে ভালোবাসেন। তিনি আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমাকে তার ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন। সবাই যখন ঘুমের কোলে হারিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি আমাকে জায়ানামাজে দাঁড়ানোর তাওফিক দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আমি বুঝেছি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন। হে আমার মনিব, আল্লাহ কি কুরআনে বলেননি এ কথা,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

‘আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসে।’<sup>২৩</sup>

## ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, পার্থিব জীবনে বান্দা সকল বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা। যাবতীয় বিপদ-মুসিবতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করা। ভালোবাসার পরীক্ষায় বান্দাকে পাশ করতে হবে প্রবল ধৈর্যধারণের মাধ্যমে। হে আল্লাহর বান্দা! তাই জীবনের ওপর যত বিপদ-মুসিবত আসুক না কেন, চাই তা নিজের ওপর হোক, চাই পরিবার-পরিজনের ওপর হোক অথবা চাই ধন-সম্পদের উপর। সকলপ্রকার বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ। এর চেয়ে উত্তম আর কী রয়েছে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে বান্দা ধৈর্যধারণ করবে? এর মাধ্যমে বান্দার আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ধৈর্য একটি উত্তম ইবাদতও বটে। যার মাধ্যমে অর্জিত হয় আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি।

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, আজ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসার মিথ্যা দাবিদার। তারা আল্লাহকে ভালোবাসার যে দাবি করে তা আদৌ সত্য নয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের বিপদ-আপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, তখন তাদের বাস্তবতা ফুটে ওঠে। তখন ভালোবাসার কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। বিপদে তারা ধৈর্যধারণ করতে পারে না। ফলে ভালোবাসার পরীক্ষায় তারা অকৃতকার্য হয়। আর তারা নিজেদের দাবির ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় মিথ্যুক ও প্রতারক।

আল্লাহ তায়ালা বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে বান্দাদের ভালোবাসা পরখ করেন। পার্থিব দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, কারা প্রকৃতার্থে আল্লাহকে ভালোবাসে। কারা তার প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দা। আর কারা তার অবাধ্য। কারা ভালোবাসার দাবির ক্ষেত্রে অসত্য। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার ওপর একের-পর-এক আপতিত বিপদ ও মুসিবতের বিবরণ দিয়েছেন। অতঃপর ইরশাদ করেছেন,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

‘আমি তাকে ধৈর্যধারণকারী হিসেবে পেয়েছি।’ ২৪



অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاضْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

‘তুমি তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্য ধৈর্যধারণ করো, তুমি তো আমার চোখের সামনেই রয়েছ।’<sup>২৫</sup>

আরো ইরশাদ করেন,

وَاضْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

‘আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্যধারণ একমাত্র আল্লাহর জন্য।’<sup>২৬</sup>

আল্লাহ সুবহানাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করে বলেন,

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

‘যারা দুঃখ কষ্টে, অভাব-অনটনে, ও ভয়ের সময়ে ধৈর্যধারণ করে তারাই খাঁটি মুমিন এবং তারাই মুত্তাকি।’<sup>২৭</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرَ وَأَسْعَ مِنَ الصَّبْرِ

‘ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।’

হযরত আলি রা. বলেন, ‘তুমি কখনো পার্থিব দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে কারো নিকট অভিযোগ করো না এবং তোমার বিপদ ও মুসিবতের কথা আলোচনা করো না। জেনে রাখো, ধৈর্যই উত্তম সমাধান।’

২৫ সূরা তুর: ৪৮।

২৬ সূরা নাহল: ১২৭।

২৭ সূরা বাকার: ১৭৭।

আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দিয়েছেন,

وَنَشَرِ الصَّابِرِينَ

‘হে নবী! আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।’ ২৮

কতই-না উত্তম সুসংবাদ ধৈর্যধারণকারীদের জন্য! আল্লাহপ্রদত্ত সুসংবাদের চেয়ে উত্তম সুসংবাদ আর কী হতে পারে? বান্দা বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহকে ভালোবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আর তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদের দুনিয়া-আখেরাতে শুভ পরিণাম এবং উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। বান্দা যেমন আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালাকে ভালোবাসে, তেমনি আল্লাহও তার বান্দাকে ভালোবাসেন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা সে দ্বিপাক্ষিক ভালোবাসার ঘোষণা দিয়ে বলেন,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

‘আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসেন।’ ২৯

তব নামের জিকিরে ধ্যানমগ্ন

আল্লাহ তায়ালাকে বান্দা ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, বান্দা বেশি বেশি তার জিকির করা। সকাল-সন্ধ্যায়, দিনে-রাতে সর্বদা আল্লাহর জিকির করা। বান্দার জবান কখনো আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে না। কখনো বান্দার অন্তর আল্লাহর ভালোবাসা থেকে খালি থাকবে না। বান্দার মন ও হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হবে পবিত্র সে নামের জিকিরের মাধ্যমে। কেননা, কেউ যখন কাউকে ভালোবাসে, তখন ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ সে তাকে বারবার স্মরণ করে। তার নাম যতই উচ্চারণ করে ততই মুখে ও অন্তরে অপার্থিব মিষ্টতা অনুভব করে। কখনো তার স্মরণ থেকে সে বিমুখ হয় না। রাত-দিন অষ্টপ্রহর অন্তরে তার উপস্থিতি উপলব্ধি করে। এর মাধ্যমে সে মানসিক ও শারীরিক উৎফুল্লতা অনুভব করে। তার মন ও হৃদয় থাকে সতেজ। সর্বদা তার অন্তরে বিরাজ করে অপার আনন্দ। ভালোবাসা এমনই দাবি করে। তদ্রূপ, বান্দা যখন আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালাকে ভালোবাসবে তখন বান্দা আল্লাহ তায়ালায় জিকির করবে। অন্তরে ও মুখে ক্রমাগত স্মরণ করবে প্রেমাস্পদ আল্লাহকে। তার চোখ-মুখ, হাত-পা, ভেতর-বাহির সকল

২৮ সূরা বাকারাহ: ১৫৫।

২৯ সূরা মায়েদা: ৫৪।



অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পাবে। তার চোখ কোনো হারাম জিনিসের দিকে তাকাবে না। তার মুখ কখনো গিবত করবে না। অশ্লীল কথা বলবে না। তার হাত কারো জিনিস অন্যায়ভাবে ধরবে না। কারো ওপর জুলুম করবে না। তার পা কোনো নাজায়েজ স্থান মাড়াবে না। তার অন্তর কোনো মন্দকাজের কল্পনা করবে না। আল্লাহ যেহেতু হারাম থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ করেছেন, তাই সে-সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ যে-সমস্ত কাজের আদেশ করেছেন, সে-সব পালনে অধিকতর সচেষ্টিত হবে। সকল অন্যায় ও পাপাচার থেকে একনিষ্ঠভাবে বিরত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা অসম্ভব হবেন এমন কোনো কাজ সে করবে না। বরং আল্লাহ সুবহানা হু তায়ালা খুশি ও সন্তুষ্ট হবে এমন কাজে সর্বদা সে ব্যস্ত থাকবে। আর সে এসব তখনই করতে পারবে যখন বান্দা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে অন্তরে ও জবানে।

আল্লাহর জিকির ও স্মরণের মাঝে রয়েছে আশ্চর্য প্রভাব। এর মাধ্যমে বান্দার অন্তর শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়। বান্দার অন্তর থেকে সকল প্রকার চিন্তা-পেরেশানি ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। বান্দা তখন হয়ে ওঠে ফুরফুরে ও প্রশান্তময়। জিকিরের মাধ্যমে বান্দার হৃদয় হয়ে ওঠে আলো বিভাময়। আল্লাহ সুবহানা হু তায়ালা কুরআনুল কারিমে জিকির প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ

‘জেনে রাখো, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।’<sup>৩০</sup>

আল্লাহ সুবহানা হু তায়ালা বান্দাদের বেশি বেশি জিকির করার আদেশ করেছেন। দাঁড়ানো অবস্থায় জিকির করতে বলেছেন। বসা অবস্থায় জিকির করতে বলেছেন। হৃদয় যখন প্রশান্ত থাকে তখন জিকির করতে বলেছেন। আমাদের হৃদয় যখন অস্থির ও বেকারার থাকে তখনও জিকির করতে বলেছেন। একটি মুহূর্তও যেন আল্লাহ তায়ালা জিকির থেকে বান্দা গাফেল না থাকে। বান্দা যে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, সে ভালোবাসার স্বপক্ষে তো এটিই উত্তম দলিল ও নিদর্শন।

## হৃদয়-মনে আঁকা তার নাম

আল্লাহ তায়ালার জিকির তখনই অধিক ফলপ্রসূ হবে যখন জবানের সাথে সাথে বান্দার অন্তরও জিকির করবে। জবান ও অন্তর উভয়টি যখন একসঙ্গে জিকির করবে তখন বান্দা হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা অধিক উপলব্ধি করবে। আর প্রকৃত জিকির তো অন্তরেই হয়ে থাকে। জবান হলো তার প্রকাশস্থল মাত্র। জিকির যদি কেবল জবানের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত না করে, তাহলে সে জিকির বান্দার কোনো উপকারে আসে না। তাই বাহ্যিক জবানের পাশাপাশি অন্তরেও জিকির করতে হবে।

হযরত হাসান বসরি রহ. বলেছেন,

تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق

‘তোমরা তিনটি জিনিসের মাঝে স্বাদ ও মিষ্টতা অনুসন্ধান করো। নামাজের মাঝে, জিকিরের মাঝে এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাঝে। যদি এ তিনটির মাঝে স্বাদ না পাও তাহলে মনে রেখো! দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে।’

হযরত যুননুন মিসরি রহ. বলেছেন,

ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته

‘দুনিয়ার মিষ্টতা হলো আল্লাহর জিকিরের মাঝে। আখেরাতের মিষ্টতা হলো আল্লাহর ক্ষমার মাঝে। জান্নাতের মিষ্টতা হলো, আল্লাহকে দেখার মাঝে।’

হযরত আয়েশা রা. বলেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه  
‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর জিকির করতেন।’<sup>৩১</sup>

৩১ সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।



## জিকিরবগরীর সম্মান ও মর্যাদা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك، فيقول جل في علاه: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيذاً وتحميداً وأكثر تسبيحاً قال: فيقول جل في علاه: فما يسألونني؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة، فأين المشمرون؟ قال فيقول: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها فراراً، وأشد لها مخافة، اللهم أجربنا من النار فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، فيقول جل في علاه: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

‘আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছেন, যারা আল্লাহর জিকিররত লোকদের অন্ত্রাণে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তারা কোথাও আল্লাহর জিকিররত লোকদের দেখতে পান, তখন তাদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে

চলে এসো। তখন তারা সকলে এসে তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাদের রব তাদের জিজ্ঞেস করেন, (অথচ ফেরেশতাদের চেয়ে তিনি বেশি জানেন।) আমার বান্দারা কী বলছে তখন তারা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের রব! আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন, আচ্ছা যদি তারা আমাকে দেখত? ফেরেশতারা বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখত তাহলে তারা আরো বেশি আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

আল্লাহ বলেন, তারা আমার নিকট কী চায়? ফেরেশতা বলেন, তারা আপনার নিকট জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, আপনার সত্তার কসম হে রব! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা যদি দেখত তবে তারা কী করত? ফেরেশতারা বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি আশা করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হতো। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করেন, তারা কীসের থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতারা বলেন, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ বলেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ বলেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখত তাহলে তাদের কী হতো? ফেরেশতারা বলেন, তারা যদি দেখত তাহলে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক আছে, যে তাদের



অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোনো প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ বলেন, তারা এমন যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কেউ বিমুখ হয় না।<sup>৩২</sup>

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا رَّحِيمًا نَحْيِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। সকাল-সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো। তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। তার ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। যেন তিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনতে পারেন। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। যেদিন তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য এক মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।<sup>৩৩</sup>

সুতরাং, বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ হলো, বান্দা যখন একাকী নিভৃতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালায় জিকির করে। জিকির করতে করতে তার চক্ষুদ্বয় বিগলিত হয়। আল্লাহর জিকিরের প্রভাবে তার চোখ থেকে ঝরতে থাকে অশ্রু, যা এক গভীরতম ভালোবাসার নিদর্শন।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

‘মুমিনগণ তারা যাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করলে তাদের অন্তর ভীত হয়, যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।<sup>৩৪</sup>

৩২ সহিহ বুখারি: ৫৯৬৬।

৩৩ সূরা আহযাব: ৪১।

৩৪ সূরা আনফাল: ২।

## কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম জিকির

অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন হলো উত্তম জিকির। কেননা, কুরআন সরাসরি আল্লাহর বাণী। যে ব্যক্তি কুরআন পড়ছে সে যেন আল্লাহর সাথে কথোপকথন করছে। কুরআন মানবজাতির মুক্তি ও হেদায়েতের পরশপাথর। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে হৃদয়-মন আলোকিত হয়। অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرَجَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ،  
وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ كَمَثَلِ الثَّمَرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌّ،  
وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ،  
وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

‘মুমিন যে কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত হলো, জাম্বির (এক ধরনের টকজাতীয় ফল) ফলের ন্যায়। তার ঘ্রাণ ও স্বাদ উভয়টি উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত হলো খেজুরের ন্যায়। যার কোনো ঘ্রাণ নেই কিন্তু স্বাদ মিষ্টি। ওই মুনাফিক যে কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত হলো রায়হানার (পুদিনাজাতীয় এক প্রকার গুল্ম) ন্যায়। যার ঘ্রাণ উত্তম কিন্তু স্বাদে তিক্ত। ঐ মুনাফিক যে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত হলো, হানজালার (তরমুজের মতো মাটিতে ফলানো অবস্থায় উৎপন্ন হয় এমন একজাতীয় ফল) ন্যায়, যার কোনো ঘ্রাণ নেই এবং তার মিষ্টতাও নেই-তিক্ত। ৩৫



## আমিও কি ভালোবাসি তাঁকে

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা উল্লিখিত আয়াতে যাদের কথা বলেছেন আমরা কি তাদের মধ্যে शामिल রয়েছি? আমরা কি নিজেদের আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কর্তৃক বর্ণিত বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আছি? আসুন আমরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমরা সেইসব প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কি না? আমাদের অন্তর কি ভীত ও প্রকম্পিত হয় যখন আল্লাহর আলোচনা আমাদের সামনে করা হয়? আমাদের সামনে যখন কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন আমাদের ঈমান কি বৃদ্ধি পায়? ৩৬ আমাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভালোবাসা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান? আমরা দাবি করি-আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে আমরা ভালোবাসি কিন্তু সে দাবির স্বপক্ষে আমাদের কোনো শক্তিশালী প্রমাণ আছে কি?

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন যাদের অন্তর হয়

৩৬ ইমাম শাফেই ও অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাদের দলিল হলো, কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন টেক্সটের বাহ্যিক শব্দ। সে-সমস্ত আয়াত ও হাদিসে স্পষ্টতই ঈমানের ব্যাপারে হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত হলো, ঈমানের মাঝে কমবেশি হয় না। তার মতে ঈমান হচ্ছে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সত্যায়ন ও স্বীকার করার নাম। ইমাম আবু হানিফা রহ. ঈমান কমবেশি হয় না বলেন, তার ব্যাখ্যা হলো, ঈমান যে মৌলিক ন্যূনতম কতিপয় বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম, এর কম কিছুতেই হতে পারবে না। পক্ষান্তরে বেশিরও প্রয়োজন নেই। যে সকল আয়াত-হাদিসে ঈমান কমবেশি হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা মূল ঈমানের মাঝে কমবেশি হওয়ার কথা বলা হয়নি। বরং সংকাজ করলে, কুরআন তিলাওয়াত করলে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি মেনে চললে ঈমান শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে। আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে। ঈমান অটুট, অবিচল থাকবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে, ঈমান দুর্বল হবে। মুমিন হিসেবে আল্লাহর নিকট তার সম্মান মর্যাদা কম হবে। মৌলিক ঈমানের মাঝে ক্রটি হবে না। যারা বলেন ঈমানের মাঝে কম-বেশি হয় না, তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুতলাকুল ঈমান (ন্যূনতম ঈমান, আমল অন্তর্ভুক্ত নয়)-মুমিন হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে পরিমাণ ঈমান জরুরি সেখানে কোনো কম-বেশি হয় না। পক্ষান্তরে যারা বলেন, ঈমানের মাঝে কম-বেশি হয়, তাদের উদ্দেশ্য হলো, ঈমান মুতলাক (ঈমান ও সঙ্গে আমল অন্তর্ভুক্ত) এ কম-বেশি হয়। যত অধিক আমল করবে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে ঈমান তাদের তত পূর্ণতা পাবে। যেমন, এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না। যখন কোনো মুমিন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে তখন পূর্ণ মুমিন থাকে না। মন্দ আমলের কারণে তার ঈমান তখন হ্রাস পায়। সুতরাং এ মতানৈক্য নিছক শাব্দিক, পারিভাষিক নয়। অনুবাদক।

ভীত ও প্রকম্পিত। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে  
 নিন যাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে ঈমান বৃদ্ধি  
 পায়। হে আল্লাহ! আমাদের দোয়াকে আপনি কবুল করে নিন। হে  
 আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেবল আপনাকেই ভালোবাসি। আমাদের  
 হৃদয় উজাড় ভালোবাসাকে শুধুমাত্র আপনার জন্য কবুল করে নিন।  
 আমাদের হৃদয়কে আপনার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দিন।

### যদি হও আবুগাঠের শৃঙ্খলে

বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন হলো, আল্লাহ তায়ালা যে-  
 সমস্ত কাজের আদেশ করেছেন সেগুলো পালন করা এবং যে-সমস্ত কাজ  
 নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা। সকলপ্রকার গোনাহ ছেড়ে  
 দেওয়া। অন্যায় ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা  
 অসম্ভব হন এমন সকল কাজ পরিহার করা। জেনে রাখো, এগুলো আল্লাহর  
 হুকুম। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম যথাযথ আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা সে  
 বান্দার প্রতি তার হুকুম আদায় করবেন। বান্দার কর্তব্য হলো, আল্লাহ  
 তায়ালা সমস্ত আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা। বান্দা  
 যদি তার কর্তব্য পরিপূর্ণ পালন করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি  
 তার কর্তব্য পালন করবেন।

বুখারি শরিফে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে,

بينما كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله! قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله! قال: أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا؟ - أي: أتدري ما حقهم على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئاً؟ - قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حقهم عليه ألا يعذبه



‘আমি একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে মুয়াজ্জ ইবনে জাবাল! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক হলো, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করা। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুয়াজ্জ ইবনে জাবাল! বান্দা যদি তার হক আদায় করে তাহলে বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি বান্দাগণ আল্লাহর হক আদায় করে তাহলে আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক হলো, আল্লাহ তাদের শান্তি দেবেন না।’<sup>৩৭</sup>

পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহর হক আদায় না করে, তার প্রতি ঈমান না আনে, সংকর্ম না করে তাহলে তাদের পরিণতি কেমন হবে সে সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ • أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ  
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ • أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ  
يُلْعَبُونَ • أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

‘আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছে। তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি। অতএব, গ্রামগুলোর অধিবাসীরা কি রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমার শান্তির আগমন থেকে নিরাপদ

বোধ করেছিল? অথবা গ্রামগুলোর অধিবাসীরা কি সকালবেলায় খেলাধুলায় রত অবস্থায় তাদের ওপর আমার শান্তির আগমন থেকে নিরাপদ বোধ করেছিল? তারা কি আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ বোধ করেছিল? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা ছাড়া কেউ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ বোধ করে না।<sup>৩৮</sup>

আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার দাবি হলো, তিনি যে-সমস্ত কাজ পছন্দ করেন সে সমস্ত কাজ আল্লাহ উদ্দীপনার সাথে করা। ওই সমস্ত কাজ করার অর্থই মূলত আল্লাহকে ভালোবাসা। আল্লাহ তায়ালা চান, বান্দা যেনো গোনাহ ছেড়ে দেয়। সুতরাং, বান্দার গোনাহ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন, বান্দা যেন তার আনুগত্য করে। সুতরাং, বান্দা যদি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করে তাহলে এটিই হবে আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন। এর নামই ভালোবাসা। ভালোবাসা মুখে বলার কোনো বিষয় নয়। ভালোবাসা হলো, কাজে পরিণত করার নাম। নিছক দাবির মাধ্যমে ভালোবাসা প্রমাণিত হয় না। ভালোবাসা প্রমাণিত হয় কাজের মাধ্যমে।

জেনে রাখো, সর্বোত্তম আনুগত্য হলো, আল্লাহর আনুগত্য করা। সর্বোত্তম বর্জন হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বর্জন করা। আর এটাই হলো সর্বোত্তম ভালোবাসা। বান্দা যে আল্লাহকে ভালোবাসে বলে দাবি করে, তার যথার্থতা প্রমাণিত হয় আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা ভালোবাসা এবং যা ঘৃণা করেন তা বর্জন করার মাধ্যমে। যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

‘যারা ইমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগ-বাগিচা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কখনো সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করবে না।’<sup>৩৯</sup>



وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘এ তো সেই জান্নাত তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের জন্য।’<sup>৪০</sup>

### আনুগত্যের প্রতিদান

হে আল্লাহর বান্দা! তুমি নিজেকে আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবি করো, কিন্তু তুমি তার আনুগত্য করো না, তার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকো না তাহলে তোমার ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা নয়। তুমি দাবি করো ভালোবাসার, অথচ কাজ করো তার বিপরীত। তোমার কথা ও কাজে কোনো প্রকার মিল নেই। মুখে ভালোবাসার দাবি যে কেউ করতে পারে। যে কেউ বলতে পারে আমি ভালোবাসি অমুককে। হ্যাঁ, তোমার ভালোবাসা তখনই প্রকৃত ভালোবাসা বলে গণ্য হবে যদি তুমি তোমার ভালোবাসাকে আমলে পরিণত করতে পারো। সুতরাং, তুমি যদি সত্যিই আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো তাহলে তার আনুগত্য করো। তিনি যেসব কাজের আদেশ করেছেন তা পালন করো এবং যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেসব থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার এবং অবাধ্যতার পরিণাম কী হবে সে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا حَيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا  
حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا • قُلْ مَا يَغْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ  
فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

‘তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদের সেখানে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতই-না উৎকৃষ্ট! (হে নবী) আপনি বলুন, তোমরা আমার প্রতিপালককে

না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করেছ, ফলে অচিরেই তোমাদের ওপর নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।<sup>৪১</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ  
الأنهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ • دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْيَتْهُمْ فِيهَا سَلَامٌ  
وَأَخْرَجُواهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের ইমানের দ্বারা তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। জান্নাতে তাদের তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ আপনি মহান, পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম, এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।’<sup>৪২</sup>

قَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ • وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى  
رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفُرُونَ • قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً  
قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا  
سَاءَ مَا يَزِرُونَ • وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ  
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ • قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا  
يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

‘তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না। তুমি যদি দেখতে পেতে তাদের যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন, এটি কি প্রকৃত সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য। তিনি



বলবেন, তবে তোমরা যে কুফরি করতে তার জন্য এখন শাস্তি ভোগ করো। যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যে তাকে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ। তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছু নয়। তারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি তা অনুধাবন করো না? আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিত কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং যারা জালেম তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।<sup>৪৩</sup>

### শামিল হয়েছ আজ ফজরের জামাতে?

তুমি যদি সত্যিই আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে তুমি কেন আজ ফজরের নামাজ পড়লে না? ফজরের নামাজের সময় তুমি কোথায় হারিয়ে ছিলে? কোথায় কোন কাজে বিভোর ছিলে? জিজ্ঞেস করো তুমি নিজেকে। তাহলেই এর উত্তর তুমি পেয়ে যাবে। তুমি নিজেই নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও যে, তুমি কি সত্যিই আল্লাহকে ভালোবাসো। তখন দেখবে, তুমি তোমার দাবির ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। তোমার দাবি অসত্য। প্রকৃতার্থে, তুমি ধোঁকার মাঝে আছ। শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে কল্যাণ ও সত্যের পথ থেকে।

আল্লাহকে প্রকৃতার্থে ভালোবাসে এমন কোনো মুমিনকে জিজ্ঞেস করো, সে আজকে ফজরের সালাত আদায় করেছে কি না। তুমি গুনতে পাবে, সে বলবে কেবল আজকের নয়, বিগত চল্লিশ বছর আমার তাকবিরে উলা ছুটেনি। চল্লিশ বছর আমি ইমামের আল্লাহ্ আকবার বলার সাথে সাথে সালাতে শামিল হয়েছি। আরেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে দেখো, সে বলবে,

পঞ্চাশ বছর সে জামাতের সাথে নামাজ পড়ছে। পঞ্চাশ বছর তার জামাত ছুটেনি। যে প্রকৃত ভালোবাসার দাবি করে তার তো এমনই হবে। ভালোবাসার দাবি তো এটিই। আর তুমি যা করছ তা উল্টো। তুমি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করছ অথচ তোমার আমল সম্পূর্ণ বিপরীত। জেনে রেখো, যারা আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে এবং উক্ত ভালোবাসার পক্ষে যথাযথ প্রমাণ পেশ করে একমাত্র তাদের জন্য আল্লাহ তায়াল বলেছেন,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

‘আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও ভালোবাসে আল্লাহকে।’<sup>৪৪</sup>

তোমার ভালোবাসা তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হবে, যখন তুমি আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসাকে দুনিয়ার সকল ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দিবে।

### ভালোবাসার মিথ্যা দাবিদার

যারা নিজেদের আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবি করে কিন্তু আল্লাহ যেসব কাজের আদেশ করেছেন তারা সেগুলো পালন করে না, আল্লাহ যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকে না, প্রকৃতার্থে তারা মিথ্যাবাদী। তাদের ভালোবাসা নিছক মুখের বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। তারা তাদের দাবির ক্ষেত্রে অসত্য। তাদের অন্তর একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্য পরিপূর্ণ নয়। তাদের অন্তরে রয়েছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা। তারা দাবি করে যদিও আল্লাহকে ভালোবাসার, কিন্তু তারা সন্তুষ্ট করে মানুষকে। তারা আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা করে। এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে, খুশি করে মানুষকে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করো। আল্লাহ ও তার রাসুলের ব্যাপারে গভীর আত্মমর্যাদা তৈরি করো। দ্বীন ও শরিয়তের ব্যাপারে আত্মমর্যাদা তৈরি করো।



জেনে রেখো, যাদের অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসুলের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি হয়নি তার হৃদয় শূন্য। আত্মমর্যাদাহীন বান্দা যদি নিজেকে আল্লাহর ভালোবাসার ব্যাপারে দাবি করে তাহলে সে বড় মিথ্যাবাদী।

যে নিজেকে আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবি করে কিন্তু তার চিন্তা-চেতনার মাঝে কোনো পরিবর্তন হয়নি, আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে লঙ্ঘন করে, আল্লাহ তায়ালা যা করতে বলেছেন তা করে না, যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে না, তাহলে তার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়নি।

জেনে রেখো, যার অন্তর থেকে আত্মমর্যাদা হারিয়ে গেছে তার অন্তর থেকে দ্বীন হারিয়ে গেছে। তার অন্তর থেকে আল্লাহর ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। জেনে রেখো, দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ মুমিনের মূল ভিত্তি ও স্তম্ভ। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, সৎকাজের আদেশ করা, অন্যায় থেকে নিষেধ করা। এসবকিছুই হলো দ্বীনি আত্মমর্যাদা। যার অন্তরে আত্মমর্যাদা নেই সে জিহাদে যায় না, সৎকাজের আদেশ করে না, লোকদের অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে না।

যারা আল্লাহকে প্রকৃতার্থে ভালোবাসে তারা বিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করে না। তারা লোকদের কটু কথায় ক্রক্ষেপ করে না। তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যায়। মানুষের সন্তুষ্টি ও নিন্দা তাদের বিচলিত করে না। পাছে কথায় তারা বিব্রতবোধ করে না। লোকদের কটাক্ষ ও নিন্দার তীব্র ঝড়ও তাদেরকে বিন্দু পরিমাণ টলাতে পারে না। তাদের ধ্যানে-জ্ঞানে থাকে একমাত্র আল্লাহ ও তার সন্তুষ্টি অর্জন।

আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের স্থলে আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি নরম আর কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং

কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও মহাজ্ঞানী।<sup>৪৫</sup>

### আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎের তীব্র আকাঙ্ক্ষা

জেনে রেখো, মৃত্যু ব্যতীত তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। তাই প্রকৃতার্থে আল্লাহকে যে ভালোবাসে তার উচিত হলো, মৃত্যুকে ভালোবাসা। মৃত্যু থেকে পলায়নের চেষ্টা না করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من أحب لقاء الله أحبَّ الله لقاءه...ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

‘যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ কামনা করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।’<sup>৪৬</sup>

তাই মনে-প্রাণে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করা উচিত। আর তা কেবল মৃত্যুর মাধ্যমে সম্ভব। তাই মুমিনগণের উচিত মৃত্যুর অপেক্ষা করা। মৃত্যু থেকে পলায়ন না করা।

আল্লাহর সাক্ষাৎ কেবল ওইসকল বান্দারাই অপছন্দ করে যাদের আকিদা ও আমল নষ্ট হয়ে গেছে। যাদের অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে। যারা প্রকৃতার্থে আল্লাহকে ভালোবাসে তারা সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করে। কেননা, মৃত্যুর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে।

আল্লাহর কসম! এর চেয়ে দারুণ ও চমৎকার কথা আর কিছু হতে পারে না।



## যে কথায় হৃদয় জাগে

আমি আপনাদের একটি ছোট তবে খুবই প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি সত্য ঘটনা বলছি যা সকলের হৃদয়কে ভাবিয়ে তুলবে। হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জান কবজ করার জন্য এলেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আজরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এমন কোনো বন্ধু দেখেছেন যে নিজের প্রিয় বন্ধুর জান কবজ করে? আপনি কি জানেন না, আমি আল্লাহর খলিল, তার বন্ধু। তখন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি কি কখনো এমন বন্ধুকে দেখেছেন যে তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে? এ কথা শুনে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হে মালাকুল মওত! আপনি দ্রুত আমার জান কবজ করুন।

ولما خَيرَ نبينا صلى الله عليه وسلم بين الحياة الدنيا، ولقاء الله عز وجل،  
قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন পার্থিব জীবন এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো একটি বেছে নিতে বলা হলো তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى

‘আমি বরং আল্লাহর সাক্ষাৎ চাই। আমি বরং আল্লাহর সাক্ষাৎ চাই।’

হযরত রাবি ইবনে হাইছাম বলেন, ‘আমার পিতা যখন মৃত্যুশয্যা তখন আমার বোন-তার শিয়রে বসে অব্যোরে কান্নাকাটি করছিল। আমার পিতা তখন তাকে বললেন, হে আমার মেয়ে! তুমি কেঁদো না। আমার জন্য আজ বড় সুসংবাদ যে, আজ আমি আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের সাক্ষাতে যাব। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! পার্থিব জীবনের প্রতি আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার মন ও হৃদয় পরম প্রিয় প্রভুর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি অস্থিরতা অনুভব করছি আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য। দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে আমার নিকট আল্লাহর সাক্ষাৎ এখন অধিক প্রিয়।’

জনৈক বেদুইন একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হলো। তখন তাকে বলা হলো



তুমি মারা যাবে। মৃত্যুর কথা শুনে বেদুইন বলল, মৃত্যুর পর আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহ তায়ালা নিকট। এ কথা শুনে বেদুইনের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রফুল্লচিত্তে সে বলল, তাহলে কতই-না উত্তম এ মৃত্যু যা আমাকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিচ্ছে!

হযরত আহমদ ইবনে হাওয়ারি রহ. বলেন, আমি হযরত সুলাইমান আদ দারেমিকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নিকট মুনাজাতরত অবস্থায় দেখেছি। আমি শুনেছি, তিনি কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে বলছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে জাহান্নামে দাও, তাহলে আমি জাহান্নামকে বলব, হে জাহান্নাম! আমি আল্লাহকে ভালোবাসি।' আহমদ ইবনে হাওয়ারি বলেন, আমি বহু আল্লাহ প্রেমিকের কথা শুনেছি। তারা আল্লাহর রহমতের আশা করতেন। তারা আল্লাহ তায়ালা অফুরান দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন। সমগ্র পৃথিবী তাদের নিকট তুচ্ছ মনে হতো। সবকিছুর বিনিময়ে তারা আল্লাহর সম্ভ্রষ্ট ও নৈকট্য কামনা করতেন। পার্থিব জীবনের প্রতি তাদের কোনো মোহ ছিল না। তাদের ধ্যানজ্ঞান ছিল একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ। কেবলই আল্লাহ।

হযরত আবু আইয়ুব সাখতিয়ানি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তার সকল নেয়ামতকে দুনিয়ার লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। সেসব নেয়ামত থেকে আমাকে তিনি দিয়েছেন ইসলামের নেয়ামত। আমি আমার প্রভুর নিকট আরো একটি নেয়ামতের জন্য প্রার্থনা করি, সেটি হলো, আল্লাহর সাক্ষাৎ ও তার দর্শন। দুনিয়ার সকল নেয়ামত থেকে আমার নিকট তা মূল্যবান।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, একরাতে আমি সুফিয়ান সাওরির নিকট গেলাম। দেখি তিনি হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা জমিনের দিকে দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। চোখ দুটি বিমর্ষ। সুফিয়ান সাওরিকে তখন নিদারুণ বিষণ্ণ ও অসহায় দেখাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার এ অবস্থা কেন? কোন জিনিস আপনাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে? তিনি বললেন, 'আমি ধারণা করছি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। পরকালের ভয় আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, আমি তখন তাকে কুরআনের এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলাম,



وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

‘আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।’<sup>৪৭</sup>

তখন সুফিয়ান সাওরি হেসে উঠলেন। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল আনন্দের দীপ্তি। প্রশান্তচিত্তে তিনি বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আমাকে দান করেছেন অফুরন্ত নেয়ামত। সে-সব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আল্লাহর তাওফিক ও অনুগ্রহ ছাড়া আদায় করা সম্ভব নয়।

হযরত রাবি ইবনে আনাস বলেন, আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন হলো, বেশি বেশি জিকির করা। অন্তরে আল্লাহর সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সুতরাং, আল্লাহকে যে বেশি ভালোবাসতে চায় সে যেন বেশি বেশি জিকির করে এবং অন্তরে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা রাখে।’

## আল্লাহ আপনাকে দেখছেন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আজ একটি চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের সামনে আলোকপাত করব। বিষয়টি অত্যন্ত সারগর্ভ ও প্রাণবন্ত। বহু আলোচনার সারনির্যাস। বহু কথার সারমর্ম। বহু ইবাদতের সমষ্টি। মনোজগতে আমাদের জীবন ও জগতের দর্শনকে পরিবর্তন করে দেবে। আলোচনার জন্য এর চেয়ে সুন্দর ও চমকপ্রদ আর কোনো বিষয় হতে পারে না।

বিষয়টি হলো,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

‘আর পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা করো, যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও এবং (দেখতে পান) সেজদাকারীর মাঝে তোমার ওঠাবসা। তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন, সবকিছু জানেন।<sup>৪৮</sup>

সত্যিই, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত একটি বিষয়। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও প্রাণবন্ত এর আলোচনা যা হৃদয়কে করে বিমোহিত। অন্তরকে করে প্রভাবিত। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মানুষ এর আলোচনা গুনতে থাকে। আর কে আছে এমন যে তার প্রিয় বিষয়ের আলোচনা গুনতে অপছন্দ করে? পছন্দনীয় কথা-বার্তা থেকে কে মুখ ফিরিয়ে নেয়? মুমিনের নিকট আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই। সকল মুমিনই মনে-প্রাণে কামনা ও প্রার্থনা করে আল্লাহর নিকট প্রিয় হতে। ঈমানদারদের সমগ্র জীবনের সাধনা একীভূত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করার প্রতি।



আজকের আলোচনায় আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, তার মর্যাদা, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও আমাদের প্রতি তার অপারিসীম দয়া-অনুগ্রহের কথা সবিস্তারে তুলে ধরব। সবিস্তারে বর্ণনা করব কীভাবে আমরা হতে পারব তার প্রিয়। কীভাবে আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হবে তাকওয়া-খোদাভীতি। দুনিয়ার যাপিত জীবনে আমরা কীভাবে লাভ করব তার সম্ভ্রষ্টি ও নৈকট্য। সেইসঙ্গে বর্ণনা করব কতিপয় ক্ষতিকর বিষয়, যা আমাদের ঈমান, জীবন ও সমাজকে করে তুলছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমাদের চারপাশকে বানিয়ে রেখেছে বিভীষিকাময়। অশ্লীলতা ও মন্দকাজ সম্পর্কে সতর্ক করব; যা আমার ওপর অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব, যা আমার প্রতি মহান রবের নির্দেশ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব হারাম বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেসব নিয়ে কথা বলব। সুদ-ঘুস, মদপান, ব্যভিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলব। এসব বিষয় আমাদের জীবনে অত্যন্ত ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। অথচ মানুষের সে ব্যাপারে কোনো চিন্তাই নেই। তাদের নেই কোনো অনুভূতি। দুনিয়ার গড্ডলিকাগ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। যে যেভাবে পারছে সম্পদ উপার্জন করেছে। হালাল-হারামের কোনো বাছ-বিচার করছে না। হাতের মুঠোয় যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। একটিবার ভেবে দেখছে না এটি বৈধ কী অবৈধ। দীর্ঘ পরিক্রমায় তাদের হৃদয় মরে গেছে। দ্বীনের ব্যাপারে সামান্য বোধশক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। পবিত্র কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে,

كَأَلَّا نَعْلَمَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

‘তারা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং এর চেয়েও নিকৃষ্টতর।’<sup>৪৯</sup>

তাদের জীবনে ইসলাম ও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের প্রতি নেই ন্যূনতম দায়িত্ববোধ। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও নবীজির সুন্নত পালনের সামান্যতম পাবন্দি নেই। দ্বীনকে তারা প্রদর্শন করেছে বৃদ্ধাঙ্গুলি। ঈমানকে তারা বানিয়েছে পরিত্যক্ত বস্তু। শরিয়তের যেসব বিষয় তাদের অনুকূল হয় তারা সেগুলো গ্রহণ করে। আর যেগুলো তাদের মত ও চিন্তার বিরুদ্ধে যায়, সেগুলো সহজেই এড়িয়ে চলে। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণকে বাহ্যত করে শরিয়তের ওইসব বিধি-নিষেধকে তারা তাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের জীবনের একমাত্র মাকসাদ হলো, দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি, প্রভাব-

প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জন। টাকা-পয়সা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। বস্তুবাদ তাদের হৃদয়কে করে রেখেছে ঘোরতর আচ্ছন্ন। তাদের সকল ধ্যান-ধারণাজুড়ে আছে ভোগ আর বিলাস। আজকের পৃথিবীতে বস্তুবাদের আক্রমণ সবচেয়ে বড় আক্রমণ। মুসলিমদের জন্য এ এক ভয়ংকর রকমের ফেতনা। বস্তুবাদ আজকের পাশ্চাত্য মতবাদের মূল ভিত্তির একটি। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে মুসলিম সভ্যতায় এ চিন্তার আমদানি ঘটছে এবং মারাত্মকভাবে এর প্রচার-প্রসার হচ্ছে। মুসলমানরা এর শ্রোতে ভেসে যাচ্ছে বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো।

সালাফের দৃষ্টিতে ঈমান ও আখেরাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো দুনিয়ার মোহ ও আসক্তি। মুসলমান সমাজের অধঃপতনের তীব্রতা তাই প্রকট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দিনদিন মুসলিম উম্মাহ বিচ্যুত হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে। ছিটকে পড়ছে ইসলামের শাস্বত রাজপথ থেকে। আর ক্রমান্বয়ে তাদের জীবনকে ঘিরে নিচ্ছে কুফর ও শিরকের অন্ধকার। অজান্তেই তারা হয়ে যাচ্ছে মুলহিদ ও মুরতাদ।

### মানব সৃষ্টির রহস্য

হে আল্লাহর বান্দাগণ! হে আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে আমাদের প্রেরণ করেছেন সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য দিয়ে। দুনিয়াতে এসে আল্লাহর সৃষ্টি প্রভূত নাজ-নেয়ামত ভোগ করাই শুধু উদ্দেশ্য নয়। বরং এর পেছনে রয়েছে এক মহাপরিকল্পনা। কিন্তু দুনিয়াতে আগমনের পর আমরা ভুলে গেছি আমাদের কাজীকৃত লক্ষ্য। আমরা বিচ্যুত হয়ে গেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে। জীবন থেকে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। কেটে যাচ্ছে বছর বছর। কিন্তু আমরা হয়ে আছি আমাদের জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত গাফেল। আমাদের সকল লক্ষ্য পুঞ্জিভূত হয়েছে একটিমাত্র লক্ষ্যে। আমাদের সকল চিন্তা এসে একত্রিত হয়েছে একটিমাত্র চিন্তায়। আর তা হলো, সম্পদ, সম্পদ আর সম্পদ। আমরা প্রচুর সম্পদের মালিক হতে চাই। সমগ্র দুনিয়া হাতের মুঠোয় পেতে চাই। হতে চাই প্রবল ক্ষমতার অধিকারী। আমাদের সকল সৌন্দর্য এসে জমা হয়েছে সম্পদের সৌন্দর্যে। আর সম্পদের অন্ধ মোহে পড়ে করে



যাচ্ছি অনবরত পাপাচার। গোনাহের দিকে আমরা কোনো ভ্রক্ষেপই করছি না। গোনাহের পাহাড় জমা হচ্ছে আমলনামায়। এভাবেই শেষ হয়ে যাচ্ছে জীবনের অফুরন্ত সময়। হায়াত ফুরিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ কবরের দিকে যাত্রা করছি আমরা। জেনে রেখো, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়বে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। জেনে রেখো, তখন আমাদের কোনো অজুহাতই কাজে আসবে না। জীবনভর অবাধ্যতা ও নাফরমানির মাধ্যমে সম্পদ ও অর্থের যে প্রাচুর্য আমরা সঞ্চয় করেছি, এসব তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবে। উপহাস করবে। জীবনভর যে সম্পদ টাকা-কড়ি উপার্জন করেছি আল্লাহর কসম! মৃত্যুর দিন সেসব কোনো উপকারে আসবে না। আমাদের অভিশাপ দিতে থাকবে। আফসোস করবে। স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন, বন্ধুমহল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। সেদিন তারা নিরুপায়। তারা হবে অসহায়। মৃত্যুর ফেরেশতার সামনে পৃথিবীর সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি মুখ খুবড়ে পড়বে। আকাশ বিদীর্ণ করে চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসবে না। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে না। জেনে রেখো, মানুষের অসহায়ত্বের চূড়ান্ত সূচনা হবে তখন থেকে। মৃত্যুর সামনে সকল আত্মীয়-স্বজন, প্রবল প্রতাপ, সম্পদের পাহাড় নিদারুণ অসহায় হয়ে পড়বে। মৃত্যু এক দুর্লভ্জনীয়, অজেয়। কেউ তাকে পরাজিত করতে পারেনি কোনো দিন, কেউ পারবে না। সকল প্রাণীকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করতে হবে।

## আখেরাতের প্রস্তুতি

হে আল্লাহর বান্দারা! সেদিনের জন্য আমরা কী কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি? আমাদের কী প্রস্তুতি আছে নিশ্চিত আগত সেই কঠিন দিনের জন্য? আমরা কী নিয়ে যাব আমাদের অনন্ত জীবনের পাথেয় হিসেবে? হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! একটু কি চিন্তা আসে না আমাদের? আমাদের অন্তর কি এভাবেই মরে গেছে? আমরা কখন জাগ্রত হবো? কখন জাগ্রত হবো গাফলতের ঘুম থেকে? আমরা আমাদের কবরের প্রথম ধাপ কীভাবে অতিক্রম করব? কবরে ফেরেশতা এসে যখন আমাদের জিজ্ঞেস করবে মহা তিন প্রশ্ন, তখন আমি কি উত্তর দেব? তখন কেউ আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। সেখানে কারো কোনো সাহায্য ও সহযোগিতা কাজে আসবে না। আজ যদি আমি গাফেল থাকি, আজ যদি দুনিয়ার মোহে থাকি অন্ধ, তাহলে সেদিন চূড়ান্তভাবে আমি পরাজিত হবো। সেদিন আমার পরাজয় কেউ রোধ করতে পারবে না। আমাকে তখন নিষ্ক্ষেপ করা হবে কঠিন আগুনের মাঝে। এ এক কঠিন আগুন। এক কঠিন শাস্তি। আল্লাহর শাস্তির চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কে দিতে পারবে? কেউ না। কেউ না। তাই জাগ্রত হও হে আল্লাহর বান্দা। অধিকতর জাগ্রত হও। দুনিয়ার ভালোবাসা আর সম্পদের অন্ধ মোহ পরিত্যাগ করো। আজ পার্থিব জীবনের সামান্য একটু কষ্ট সহ্য করো, আগামীকালের অনন্ত সুখের জন্য। দুনিয়ার জীবন তো অতি নগণ্য, দুনিয়ার জীবন তো সামান্য সময়মাত্র। কিন্তু আখেরাতের জীবন অনন্ত অসীম। এর সূচনা আছে কিন্তু পরিসমাপ্তি নেই। কোনো প্রান্ত নেই। কোনো দিগন্ত নেই। অসীম, চিরস্থায়ী ও এক আদিগন্ত জীবনের নাম হলো আখেরাত।

হে আল্লাহর বান্দা! আজন্ম দুনিয়ার পেছনে পড়ে তুমি সঞ্চয় করেছ অটল সম্পদ ও অগণিত টাকার পাহাড়। ক্ষণস্থায়ী ইহকালে কাড়ি কাড়ি সম্পদ আর ব্যাংক-ব্যালেন্স দিয়ে কী করবে তুমি? ক্ষণস্থায়ী জীবনে এর সব কি তুমি ভোগ করতে পারবে? দু-দিনের এ সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের জন্য কি এত অগণিত পাথেয় প্রয়োজন? জীবন কি তবে শুধু ভোগের নাম? নিছক খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তির নাম?

জেনে রেখো, এসব রেখে একদিন রিক্তহস্তে চলে যেতে হবে দুনিয়া থেকে। চলে যেতে হবে পার্থিব জীবন ছেড়ে আখেরাতের জীবনে। সংক্ষিপ্ত সফর শেষে যাত্রা করতে হবে পরকালীন দীর্ঘ সফরে। সেদিন তোমার সম্পদ



তোমার সাথে যাবে না। তোমার ছেলে-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কেউ তোমার সাথে যাবে না। ব্যাংকে পড়ে থাকা তোমার অগণিত টাকা তোমার সঙ্গী হবে না। তোমার সাথে যাবে শুধু তিন টুকরো কারুকার্যহীন সাদা কাফন। হে আল্লাহর বান্দা! হে আমার প্রিয় ভাই! আখেরাতকে বরবাদ করে, পরকালের বিনিময়ে তুমি যে সম্পদ, যে টাকা উপার্জন করেছ সেসব দুনিয়ায় বসে মানুষেরা ভোগ করবে। তারা আনন্দ-ফুর্তি করবে। তোমার কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সতর্ক করে বলেছেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

‘ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের জৌলুস। পক্ষান্তরে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর কাছে পুরস্কার হিসেবেও সেরা এবং আশার বস্তু হিসেবেও সেরা।’<sup>৫০</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বলে দিয়েছেন কোন জিনিস তার সঙ্গী হবে কবরে।

يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله

‘মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তিনটি বিষয় যায়। তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল। এর মধ্যে দুটি বিষয় ফিরে আসে, অবশেষে সঙ্গে থাকে একটি। মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ফিরে আসে। সঙ্গে থাকে কেবল আমল।

যে সম্পদ আর যে অর্থকড়ি আমার সঙ্গে যাবে না, আমার কোনো উপকারে আসবে না সে অর্থকড়ির পাহাড় কেন সঞ্চয় করছি আমি? আমি কেন অন্যের ভোগের জন্য নিজের সর্বনাশ করছি? কেন ডেকে আনছি আমার

করণ পরিণতি? আমার চেয়ে বোকা আর কে আছে জগতে? কেন আমি মানুষের আরাম আয়েশের জন্য, তাদের আনন্দ-ফুটির জন্য আমার পরকালকে নষ্ট করছি? আমার থেকে বোকা আর নির্বোধ কেউ আছে দুনিয়াতে? হে আল্লাহর বান্দা! একটু ভেবে দেখো। একটু ভেবে দেখো। কবরের কথা ভেবে চোখ থেকে অশ্রু ঝরাও। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। তোমার কবর দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে অন্যদের কবর দেখে তুমি শিক্ষাগ্রহণ করো। মসজিদের মিনারা থেকে তোমার প্রস্থানের ঘোষণা করার পূর্বে অন্যের প্রস্থানের ঘোষণা শুনে তুমি জাহত হও।

## দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ইসা আলাইহিস সালামের সামনে দুনিয়াকে এক বৃদ্ধ মহিলার আকৃতিতে উপস্থিত করা হলো। আর তাকে সাজানো হয়েছে পার্থিব সকল প্রকার সৌন্দর্য দিয়ে। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ার কতজন পুরুষের সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে? বৃদ্ধা জবাব দিলো, সুদীর্ঘ জীবনে অনেকের সাথেই আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। এ শুনে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে তোমার স্বামীরা কোথায়? তাদের সকলে কি মারা গেছে নাকি তারা তোমাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে? বৃদ্ধা বলল, না, বরং আমি তাদের হত্যা করেছি। এখন কেবল একজন আছে আমার সঙ্গে। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বললেন, এখন যে তোমার নিকট আছে সে কেন তাদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করছে না? সে কি মৃত্যুর ভয় করছে না? আফসোস তার জন্য, যে বহু লোককে মরতে দেখেও নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে শঙ্কিত নয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই হলো দুনিয়ার দৃষ্টান্ত। এ ঘটনার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াতে যারাই আগমন করেছে তাদের সকলকে চলে যেতে হয়েছে। কেউ এখানে থাকতে চিরদিন পারেনি। যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, যতই সম্পদের অধিকারী হোক না কেন পৃথিবীকে চিরস্থায়ী আবাস বানাতে পারবে না। সকল সম্পর্ক, সকল মোহ, সকল সম্পদ রেখে চলে যেতে হবে। দুনিয়া থাকার জায়গা নয়। পার্থিব জীবন নির্দিষ্ট ক-দিনের ভ্রমণ মাত্র। আমাদের সকলকে আল্লাহ পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে



আখেরাতের অনন্ত যাত্রায় প্রতিনিয়ত আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ না কেউ। আমরা নিজ হাতে বিদায় জানাচ্ছি তাদের। রেখে আসছি একাকী অন্ধকার কবরে। কিন্তু আফসোস আমাদের জন্য, আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছি না। আমাদের বোধোদয় ঘটছে না। মনের আকাশে উদ্ভিত হচ্ছে না চিন্তার প্রখর সূর্য। আমরা সামান্যতম সতর্ক হচ্ছি না। আমাদের দৃষ্টান্ত তো বৃদ্ধা মহিলার বেঁচে থাকা স্বামীর মতো যে অগণিত মৃত্যু দেখেও নির্বিকার।

### দুঃখের পর রয়েছে অনাবিল সুখ

হযরত বিশর আল হাফি থেকে বর্ণিত। একদা তিনি কোথাও সফর করছিলেন। সঙ্গে ছিল একজন সফরসঙ্গী। পথ ছিল দীর্ঘ। মরুভূমির পথ। প্রচণ্ড রোদে তেতে আছে মরু আকাশ। চলতে চলতে সফরসঙ্গী লোকটি ক্লান্ত হয়ে গেল। প্রচণ্ড পিপাসা পেল তার। একটি কূপের নিকট দিয়ে যাতায়াত করার সময় লোকটি বিশর আল হাফির নিকট পানি পান করার আবেদন জানাল। বিশর আল হাফি তাকে বললেন, ধৈর্যধারণ করো। সামনের কূপ থেকে তোমাকে পানি পান করাব। অতঃপর যখন তারা পরবর্তী কূপের নিকটবর্তী হলো, তখন লোকটি বলল, হে বিশর আল হাফি! আমি এ কূপ থেকে পানি পান করব। আমার প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। বিশর আল হাফি এবারও তাকে বিরত রাখলেন। বললেন, ধৈর্যধারণ করো, সামনের কূপ থেকে সুমিষ্ট পানি পান করাব তোমাকে। অতঃপর চলতে চলতে তারা যখন পরবর্তী কূপের নিকটবর্তী হলো, তখনও বিশর আল হাফি তাকে একই উত্তর দিলেন। এভাবে তারা একের-পর-এক অনেকগুলো কূপ অতিক্রম করলেন। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর বিশর আল হাফি তাকে সুমিষ্ট ও সুপেয় পানি পান করতে দিলেন। অতঃপর বিশর আল হাফি তাকে বললেন, তুমি প্রবল তৃষ্ণার্ত হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছ। পেছনে ফেলে এসেছি বহু কূপ। প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে অবশেষে

আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছেছি। এবং তুমি সুমিষ্ট পানি পান করেছ। বিশর আল হাফি বললেন, হে মুসাফির! জেনে রেখো, দুনিয়ার উপমা তেমনই। পার্থিব এ জীবন আমাদের তৃষ্ণার্ত ভ্রমণের মতোই। এখানে



বিপদে, কষ্টে, ক্ষুধায় ও প্রবল তৃষ্ণায় ধৈর্যধারণ করতে হবে। বিচলিত হওয়া যাবে না। অধৈর্য ও অসহিষ্ণু হওয়া যাবে না। সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। একদিন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে আখেরাতের ভ্রমণ, যা অনন্ত ও অসীম। এর কোনো শেষ নেই। সমাপ্তি নেই। হে মুসাফির! দুনিয়ার জীবন যদি ধৈর্যধারণ করে পাড়ি দিতে পারো তাহলে আখেরাতের সুমিষ্ট ও সুপেয় পানি পান করতে পারবে।

হযরত বিশর আল হাফি যেমন লোকটিকে পথের ধারের লোনা ও ময়লা পানি পান করা থেকে বিরত রেখেছেন, অবশেষে সে পান করেছে সুমিষ্ট পানি। তেমনি উলামায়ে কেরাম, বুয়ুর্গানে দ্বীন লোকদের দুনিয়ার লালসা, হারাম ও নাজায়েজ কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের গোনাহ থেকে দূরে রাখে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, লোকদের আখেরাতের সুমিষ্ট ও সুপেয় পানি পান করানো। তাদের জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া।

হযরত আবু যায়ের বলেন, ‘আমি আমার নফসকে ক্রমাগত কষ্ট দিই, তাকে আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য করি, পার্থিব কষ্টের সামনে নতি স্বীকার করি না। আমি জানি, আমার নফস যেদিন দুনিয়ার সফর শেষ করে আখেরাতের সুমিষ্ট পানি পান করবে সেদিন সীমাহীন খুশি হবে।’

দুনিয়ার জীবনে মানুষ যদি সকল প্রকার হারাম ও নাজায়েজ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর যাবতীয় আদেশ পালন করতে গিয়ে যদি কষ্ট স্বীকার করে তাহলে মৃত্যুর পর সে লাভ করবে অনন্ত সুখের জীবন। তার পরকাল হবে সুন্দর। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাকে দান করবেন অনন্ত নেয়ামতের জান্নাত। তা দেখে সে খুশি হয়ে যাবে। দুনিয়ার সমূহ কষ্ট ভুলে যাবে। সুতরাং যারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করবে, আখেরাতে সে চির সুখের জান্নাতে অনন্ত আরাম আয়েশ ভোগ করবে। আর যে দুনিয়ার আরাম আয়েশে মত্ত হয়ে পড়বে, আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে, সে আখেরাতে লাভ করবে কষ্টের জীবন। তার জীবন হবে অনন্ত কষ্ট ও দুঃখের।



## চেয়ে নিন তার কাছে

আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

‘আর পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও এবং (দেখতে পান) সেজদাকারীর মাঝে তোমার ওঠাবসা। তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন, সবকিছু জানেন।’<sup>৫১</sup>

ইমাম সাদি বলেন, ‘যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও পরিপূর্ণ ভরসা রয়েছে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা বেশি বেশি ইবাদত করার তাওফিক দান করেন। তাই আমাদের উচিত, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা ও অগাধ আস্থা তৈরির জন্য তার নিকট প্রার্থনা করা। ইরশাদ হয়েছে,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

‘মহাপরাক্রমশালী দয়ালু আল্লাহর ওপর ভরসা করো।’<sup>৫২</sup>

## তাওয়াক্কুলের অর্থ

তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো, উপকার লাভ এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ওপর ভরসা রাখা। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, বান্দার প্রতি দয়ালু। তার একক ক্ষমতা ও শক্তিবলে তিনি বান্দাকে কল্যাণ দান এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। আর এ সবকিছু বান্দার তার অপরিসীম রহমত ও সীমাহীন দয়া।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

৫১ সূরা শুআরা: ২১৭-২২০।

৫২ সূরা শুআরা: ২১৭।

‘আর পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও এবং (দেখতে পান) সেজদাকারীর মাঝে তোমার ওঠাবসা। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।’<sup>৫৩</sup>

### নামাজ প্রেমময় ইবাদত

যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও, আল্লাহকে রুকু করো, সিজদায় নত হও, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখেন। নামাজে তোমার প্রতিটি কাজকর্ম তিনি প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে আরো অসংখ্য বিষয়ে আদেশ করেছেন, সেসবের মধ্যে কেবল নামাজের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, নামাজ একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদত হলো নামাজ। নামাজের মাহাত্ম্য ও ফজিলত অনেক।

বান্দা যখন নামাজে দণ্ডায়মান হয় তখন অত্যাবশ্যক হলো, নামাজে তার হৃদয়-মন পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট করা। অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে, মনোযোগের সাথে, বিনয় ও নম্রতার সাথে নামাজ পড়া। কেননা, নামাজের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালা সাথে কথোপকথন করে। তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। নামাজে বান্দা আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেয়। নিজেকে তুচ্ছরূপে আল্লাহর সামনে পেশ করে। আল্লাহ তায়ালা হলেন মালিক, বান্দা হলেন গোলাম। মালিকের সামনে গোলাম খুশ-খুশু ও বিনয়-নম্রতার সাথে দাঁড়ায়। তার প্রশংসা জ্ঞাপন করে। তার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্বের ঘোষণা দেয়। নামাজে দাঁড়িয়ে বান্দা আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে। বান্দা নিজের অসহায়ত্বের কথা আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা নিকট পেশ করে। বান্দা নামাজে দাঁড়িয়ে সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা বান্দার আরজি শোনেন।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।’<sup>৫৪</sup>

আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা একটি পবিত্র গুণবাচক নাম হলো, ‘সামি’। অর্থাৎ তিনি ওই সত্তা যিনি বিশাল সৃষ্টিজগতের সকল কিছু শ্রবণ করেন।

৫৩ সূরা তআরা: ২১৭-২২০।

৫৪ সূরা তআরা: ২২০।



কোনোকিছুই তার শ্রবণশক্তির বাহিরে নয়।

### তিনি জ্ঞানেন আপনি যা করছেন

আল্লাহ তায়ালা তার আরেকটি গুণবাচক নাম হলো, 'আলিম'। অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা যিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু জানেন। কোনোকিছু তার জ্ঞানের বাহিরে নয়। এ সুবিশাল পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটে সবকিছু তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধীন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার সকল অবস্থা দেখেন, বান্দার সকল কথা শোনেন, বান্দার অন্তরের সকল ইচ্ছা ও সংকল্পের জ্ঞান রাখেন, এবং বান্দাকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেন। বান্দার প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালা বিরাট ইহসান ও অনুগ্রহ।

বান্দার করণীয় হলো, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা। তার ইবাদত-উপাসনা করা। যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। ইবাদত ও আনুগত্য করতে করতে ক্রমান্বয়ে বান্দা নিজেকে ইহসানের স্তরে উন্নীত করা।

## ইহসানের পরিচয়

ইহসান কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তখন উত্তরে বলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

‘এমনভাবে ইবাদত করা যেন আল্লাহকে তুমি দেখছ। যদি তুমি আল্লাহকে না দেখো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।’

আল্লাহর শপথ! তিনি দেখছেন তোমাকে। তোমার প্রতিটি নড়াচড়া তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ তায়ালা দেখছেন। তোমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু তিনি দেখছেন। তিনি তোমাকে দেখছেন। চাই তুমি জমিনে থাকো, কিংবা থাকো আকাশে। তিনি তোমাকে দেখছেন। চাই তুমি একাকী থাকো কিংবা সকলের সাথে।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘আল্লাহ জানেন, যা জমিনে প্রবেশ করে এবং যা জমিন থেকে বের হয়। তিনি জানেন যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা আসমানে আরোহণ করে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাকো। তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ জানেন।’<sup>৫৫</sup>

ইহসানের পরিচয় হলো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব সর্বদা অন্তরে উপস্থিত রাখা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর মুরাকাবা করা।



## মুরাকাবার অর্থ

মুরাকাবা কী? ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, মুরাকাবা হলো আল্লাহ তায়ালার এ আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন,

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

‘আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।’<sup>৫৬</sup>

হৃদয়ে এ আয়াতের মর্ম ও উপলব্ধি করার নামই মুরাকাবা। এ আয়াতের সারমর্ম হলো, বান্দার অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হওয়া যে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন। আমার কোনোকিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে নয়। দিনের আলোতে, রাতের অন্ধকারে, যখনই আমি যা করছি না কেন; সবই তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন। বিশ্বজাহানের সবকিছু তার আয়ত্বাধীন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেখছেন। কোনোকিছুই তার দৃষ্টির বাইরে ঘটে না। যা-কিছু ঘটে তা তিনি দেখেন। আল্লাহ তায়ালা আমার যাবতীয় কথাবার্তা শোনেন। আস্তে বলি কিংবা জোরে, একাকী বলি কিংবা সকলের সাথে, সবকিছু তিনি শোনেন। হৃদয়ে আল্লাহর এ বিশ্বাস ও অনুভূতির নামই মুরাকাবা।

অন্তরে সর্বদা আল্লাহর চিন্তা বিরাজ করা। সকল কাজে আল্লাহর অভিমুখী হওয়া। আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে করা এবং যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেসব থেকে বিরত থাকা। সমস্ত কাজে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা এবং তার ওপর ভরসা করা। সকল মাখলুক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের নামই মুরাকাবা।

হযরত ইবরাহিম খাওয়াস বলেন, মুরাকাবা হলো, বান্দার অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত করা যে, আমি যা-কিছু করি আল্লাহ তায়ালা তার সবই দেখেন। আল্লাহ তায়ালা আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্পর্কে অবগত। বান্দার এ অনুভূতি অন্তরে বিদ্যমান রাখা যখন সে গোপনে থাকে এবং যখন লোকদের সঙ্গে থাকে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি এ বিশ্বাস ও আস্থা রাখা বান্দার জন্য ওয়াজিব।

আমাদের সালাফদের কেউ একজন তার শিষ্যদের বলেছেন, তোমরা সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকো। গোপনে পাপকাজ থেকে বিরত থাকো। জেনে রেখো, তুমি যা-কিছু করো আল্লাহ তার সবই জানেন ও দেখেন।

ইমাম শাফেই রহ. বলেছেন, সর্বাধিক সম্মানিত বস্তু হলো তিনটি,

(এক) সম্পদ অল্প থাকা সত্ত্বেও দান করা।

(দুই) গোপনে আল্লাহকে ভয় করা।

(তিন) সর্বদা হক কথা বলা।

পূর্বসূরি উলামায়ে কেরাম বলেছেন, সর্বোত্তম ইবাদত হলো আল্লাহর মুরাকাবা করা।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, মুরাকাবা হলো, আল্লাহ তায়ালার সকল গুণবাচক নামের ইলম অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী ইবাদত করা।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ও গুণবাচক নামসমূহের ইলম ও মর্ম উপলব্ধি করবে এবং সে অনুযায়ী ইবাদত করবে তার মাঝে মুরাকাবার গুণ অর্জিত হবে।’

### আল্লাহর পবিত্র ও গুণবাচক নামসমূহের ইলম

হে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা! তোমরা আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের ইলম অর্জন করো এবং তার প্রভাব নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করো। জেনে রাখো, আল্লাহর গুণবাচক নাম হলো সেসব নাম যা আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামে আল্লাহকে ডেকেছেন এবং সকল মুমিন তার প্রতি ঈমান এনেছে।

আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তোমরা আল্লাহকে সেসব নামে ডাকো। আর যারা তার নামসমূহের ব্যাপারে অধার্মিকসুলভ মন্তব্য করে তাদের তোমরা বর্জন করো। তা অচিরেই তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান



অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ.

‘হে নবী, আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহকে ডাকো অথবা করুণাময়কে ডাকো। তোমরা যাকেই ডাকো সুন্দর সুন্দর নামসমূহ তারই।’ ৫৮ আরো ইরশাদ করেন,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

‘আল্লাহ তিনি, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামসমূহ।’ ৫৯

বুখারি ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وهو وتر يحب الوتر

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেগুলো হলো বেজোড়, আর আল্লাহ বেজোড় পছন্দ করেন।’ ৬০

উক্ত হাদিসে মুখস্থ করা দ্বারা নিছক শাদিক মুখস্থ করা উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহ তায়ালায় নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ করার পাশাপাশি উক্ত নামসমূহের মর্ম অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। শুধুমাত্র কুরআন মুখস্থ করে কেউ যদি কুরআন অনুযায়ী আমল না করে তাহলে তার যেমন কোনো উপকারে হয় না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা নামসমূহ নিছক মুখস্থ করার দ্বারা কোনো উপকার হবে না, যদি না কেউ সে অনুযায়ী আমল করে।

৫৭ সূরা আরাফ: ১৮০।

৫৮ সূরা ইসরা: ১১০।

৫৯ সূরা তাহা: ৮।

৬০ সহিহ বুখারি: ২৭৩৬, সহিহ মুসলিম: ২৬৭৭।

## আল্লাহর গুণবাচক নাম অগণিত

এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নাম এ নিরানব্বইটিতে সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়াও আরো অসংখ্য নাম রয়েছে যা আমাদের অজানা। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যে নিরানব্বইটি নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তাতে সীমাবদ্ধ নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরো অসংখ্য নাম রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اللَّهُمَّ إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك، أنزلته في كتابك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي؛ من قالها أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً. فقيل يا رسول الله: أفلا نتعلمها فقال: بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها.

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা। আপনার বান্দা-বান্দির সন্তান। আমার ভাগ্য আপনার কুদরতি হাতে। আমার অতীত-ভবিষ্যত সবকিছু আপনার নিয়ন্ত্রণে। হে আল্লাহ! আমি আপনার সমস্ত নামের মাধ্যমে, যা দিয়ে আপনি নিজের নামকরণ করেছেন অথবা আপনার কোন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন কিংবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। আপনি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, বক্ষের আলো, দুঃখের নির্মূল এবং চিন্তা দূরীভূতকারী বানিয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ তার সকল দুঃখ-চিন্তা দূর করে আনন্দে রূপান্তরিত করবেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আল্লাহর সেসব নাম শেখব না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যারা আল্লাহর নামসমূহ শ্রবণ করবে তাদের সকলের জন্য কর্তব্য হলো, সেগুলো শেখা।’<sup>৬১</sup>

৬১ মুসনাদে আহমদ: ৩৭১২।



উল্লিখিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের আল্লাহর নামসমূহ মুখস্থ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সাহাবায়ে কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন, ‘আমরা কি আল্লাহর নামসমূহ মুখস্থ করব? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই, যে আল্লাহর নামসমূহ শুনবে প্রত্যেকের উচিত তা শেখা।

সুতরাং, তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নামসমূহ শেখো এবং অন্যদের শেখাও। পবিত্র নামসমূহ তোমাদের হৃদয়ে অলংকৃত করে নাও। এর দ্বারা তোমাদের অন্তরকে আলোকিত করো।

### যে নামে ডাকা যাবে না ঠাকো

আল্লাহ তায়ালাকে এমন নামে ডাকা যাবে না যে নাম তার শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে বিপরীত বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল নাম ও গুণবাচক হিসেবে নয়। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য এমন কিছু নাম ব্যবহার করেছেন।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

‘নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে; অথচ আল্লাহই তাদের সাথে প্রতারণা করেন।’<sup>৬২</sup>

এখানে আল্লাহ তায়ালা ‘খাদিউন’ তথা প্রতারক নাম ব্যবহার করেছেন। এ নামে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকা যাবে না। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা এ নাম উল্লেখ করেছেন।

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

‘তারা চক্রান্ত করে এবং আল্লাহও চক্রান্ত করেন। আর আল্লাহই উত্তম

চক্রান্তকারী।’ ৬৩

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের ক্ষেত্রে ‘মাকিরুন’ তথা চক্রান্তকারী নাম ব্যবহার করেছেন। এ নামে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে ডাকা যাবে না।

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ .

‘তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে ফলে আল্লাহ তাদের ভুলে গেছেন।’ ৬৪

এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য ‘নাসিন’ তথা ভুলে যাওয়া গুণবাচক নাম ব্যবহার করেছেন। এ নামে আল্লাহকে ডাকা যাবে না।

وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

‘যখন তারা শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো ঠাট্টাকারী কেবল। আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন। তাদের তাদের অবাধ্যতায় সুযোগ দেন, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে থাকে।’ ৬৫

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নাম ব্যবহার করা হয়েছে ‘মুস্তাহযিউন’ তথা ঠাট্টাকারী। এ নামে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকা যাবে না।

বান্দাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ক্ষেত্রে ‘মুখাদিউন, মাকিরুন, নাসিন, মুস্তাহযিউন’ নাম ব্যবহার করা যাবে না। কেননা, এগুলো কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা জেনে রাখা আবশ্যিক যে, পবিত্র কুরআনে স্থান ও অবস্থাভেদে আল্লাহর ক্ষেত্রে এ সমস্ত নামের ব্যবহার প্রশংসাস্বরূপ। কেননা, ষড়যন্ত্রকারীর সাথে ষড়যন্ত্র, প্রতারকের সাথে প্রতারণা, ঠাট্টাকারীর সাথে ঠাট্টা শব্দ ব্যবহার করাই যথার্থ। আল্লাহ তায়ালা তাদের যে শান্তি প্রদান করবেন উক্ত শান্তির কথাই মূলত এসকল গুণবাচক নামের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া সাধারণভাবে অন্য কোথাও আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবে এগুলো উল্লেখ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মর্যাদা ও সম্মান এসব থেকে অনেক উঁচুতে। তিনি এসব থেকে পবিত্র। হ্যাঁ,

৬৩ সূরা আল ইমরান: ৫৪।

৬৪ সূরা তাওবা: ৬৭।

৬৫ সূরা বাকারা: ১৪।



মানুষের ক্ষেত্রে যদি এগুলো ব্যবহার করা হয় তাহলে তখন সর্বদাই তা মন্দ গুণ হিসেবে ধর্তব্য হবে।

হযরত শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, পবিত্র কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনার চেয়ে অধিক আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ও গুণবাচক নামসমূহ।

### আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন

আল্লাহ তায়ালার একটি গুণবাচক নাম হলো 'রাকিব'। পর্যবেক্ষক। অর্থাৎ এ সত্তা যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগৎ পর্যবেক্ষণ করেন। কোনো কিছু তার পর্যবেক্ষণের বাহিরে নয়। পবিত্র কুরআনের তিন জায়গায় 'রাকিব' নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত সুরা মায়দায় হযরত ইসা আলাইহিস সালামের আলোচনা প্রসঙ্গে।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ.

‘যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়ম-পুত্র ইসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য বানাও? সে বলবে, মহিমা আপনার! আমরা যা বলার অধিকার নেই আমি তো তা বলতে পারি না। আমি যদি অমন কথা বলতাম তাহলে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আমার মনে কি আছে আপনি তা জানেন, আর আপনার মনে কি আছে আমি তা জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে তো একমাত্র আপনিই সম্যক অবগত। আপনি আমাকে যা আদেশ দিয়েছিলেন আমি তাদের শুধু তাই বলেছি। আর তা হলো, তোমরা আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ইবাদত করো। আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন তাদের কর্মকাণ্ড অবগত ছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে লোকান্তরিত

করেছেন তখন থেকে তো আপনিই তাদের পর্যবেক্ষক ছিলেন।’<sup>৬৬</sup>

দ্বিতীয়ত সুরা নিসায়,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দুজন থেকে অনেক নর-নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাকো। রক্ত সম্পর্কের ব্যাপারেও সতর্ক থেকে। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন।’<sup>৬৭</sup>

তৃতীয়ত,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

‘সে যে কথাই উচ্চারণ করুক তার কাছে একজন সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।’<sup>৬৮</sup>

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে জারির তাবারি রহ. বলেন, রাকিব অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। ভূপৃষ্ঠের সবকিছু তার সংরক্ষণে। তিনি সকল মানুষ ও প্রাণীর অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। কোনো কিছু তার ইলমের বাহিরে নয়।

ইমাম যুজাজ রহ. বলেন, রাকিব অর্থ হলো, সৃষ্টিজগতের কোনো কিছু তার হেফাজতের বাহিরে নয়। কোনো কিছু তার থেকে গায়েব নয়।

ইমাম হুলাইমি রহ. বলেন, রাকিব অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিজগত সম্পর্কে অমনোযোগী ও উদাসীন নন।

ইমাম সাদি রহ. বলেন, রাকিব অর্থ হলো, বান্দার অন্তরের বিষয়সমূহ

৬৬ সুরা মায়েদা: ১১৬-১১৮।

৬৭ সুরা নিসা: ১

৬৮ সুরা কাফ: ১৮।



সম্পর্কে অবগত হওয়া। বান্দার আমলনামা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। সমগ্র মাখলুকাতকে সংরক্ষণ করা এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করা। আর এসবের ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

‘হে আমাদের প্রভু! অনুগ্রহ ও জ্ঞান দ্বারা আপনি সবকিছু ধারণ করে আছেন।’ ৬৯

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মাখলুকাতকে পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের হেফাজত করেন, তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তিনি অবগত। তিনি দেখেন তাদের যাবতীয় আমল। তিনি কখনো ঘুমান না এবং কখনো তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হোন না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِي لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

‘তিনি ঐ সত্তা, যাকে ঘুম ও তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে না।’ ৭০

আল্লাহ তায়ালা সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি জানেন যা মানুষ দেখে এবং যা-কিছু তারা দেখে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

‘তিনি চোখের প্রতারণা ও অন্তরের সকল গোপন কথা জানেন।’ ৭১

৬৯ সূরা মুমিন: ৭।

৭০ সূরা বাকারা: ২৫৫।

৭১ সূরা তহা: ৭।

## উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের ইসলাম গ্রহণ

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ-পরবর্তী কাহিনি। মক্কার দুই কাফের সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও উমায়ের ইবনে ওয়াহাব ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছে। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার পিতা ও ভাই বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। অপরদিকে উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের সন্তান মদিনায় মুসলমানদের হাতে বন্দি। তাদের ষড়যন্ত্রের মূল পয়েন্ট ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কীভাবে হত্যা করা যায়। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব নিদারুণ আক্ষেপের স্বরে বলল, যদি আজ আমার সন্তান মুসলমানদের হাতে বন্দি না থাকত তাহলে মদিনায় গিয়ে আমি মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমি আমার জীবননাশের আশঙ্কা করি। এ ছাড়া পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আমি। আমি ব্যতীত আমার স্ত্রী-সন্তানদের দেখাশোনার মতো কেউ নেই। এ কথা শুনে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলল, তোমার পরিবার ও স্ত্রী-সন্তানদের দায়িত্ব আমি নিলাম। তুমি যাও; মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করো। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব প্রস্তাবে সম্মত হলো। তাদের কুটিল ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তৃতীয় কেউ জানে না। তবে আল্লাহ জানেন। কেননা, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। কোনো গোপন ও অদৃশ বিষয় তার নিকট অজ্ঞাত নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

‘তিনি গোপন ও অধিকতর লুকায়িত বিষয়ও জানেন।’

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার অভিপ্রায়ে মদিনায় রওনা হলো। হযরত উমর রা. দূর থেকে উমায়েরকে দেখলেন সে চুপিচুপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার চলাফেরা ও গতিবিধি ছিল সন্দেহজনক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববিতে বসা ছিলেন। হযরত উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শত্রু উমায়ের এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আসতে দাও। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহেলিয়াতের রীতি অনুযায়ী অভিবাদন জানাল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমায়ের! আল্লাহ আমাদের তোমার দেওয়া অভিবাদন থেকে উত্তম অভিবাদন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদের সালাম শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাই হবে জান্নাতীদের অভিবাদন।

حَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

‘যেদিন তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম।’

অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে আচমকা মদিনায় আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উমায়ের তার আগমনের প্রকৃত কারণ লুকিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিল এবং বলল, আমি আপনাদের হাতে বন্দি আমার সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আপনি তার ব্যাপারে আমার সঙ্গে উত্তম আচরণ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তোমার নিকট তরবারি কেন? হে উমায়ের! তুমি আমার নিকট সত্য বলো। হে উমায়ের! তুমি বলো কেন এসেছ মদিনায়? উমায়ের চুপ করে আছে। কোনো কথা বলছে না। নবীজির দৃঢ়চেতা কণ্ঠ শুনে উমায়েরের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। মুহাম্মদ তার উদ্দেশ্যের কথা জেনে গেছে তাহলে? উমায়েরকে চুপ থাকতে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমায়ের! শোনো আমি বলছি, তুমি কেন এসেছ মদিনায়। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুরু করেন মক্কার উপকণ্ঠে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে তার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা। উমায়ের যা ভেবেছিল তাই হলো। সবকিছু শুনে উমায়ের বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসুল। হে আল্লাহর রাসুল, আমি ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া যে আলোচনা করেছি তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সে বিষয়ে অবগত করেছেন। আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসুল। হে আল্লাহর রাসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি তার সত্য রাসুল। অতঃপর উমায়ের বলল, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন।

আল্লাহ আকবার। আল্লাহ আকবার। সত্যিই কী আশ্চর্য! হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভেবে দেখো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় এই বাণী,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا



بِرِضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

‘তারা মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায় কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। কারণ, তারা যখন রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে এমনসব কথা বলে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তখন তিনি তাদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ তাদের কাজকর্ম পরিবেষ্টন করে আছেন।’<sup>৭২</sup>

হে আল্লাহর বান্দারা! ভেবে দেখো আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াতে যা বলেছেন এর প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ে না। কেন আমরা সতর্ক হই না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

‘তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের মনের কথা জানেন। অতএব তাকে ভয় করো। জেনে রেখো, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও সহনশীল।’<sup>৭৩</sup>

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, উমায়ের ইবনে ওয়াহাব ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পুনরায় মক্কায় ফিরে আসার অনুমতি চাইলেন, যেন মক্কার লোকদের তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে পারেন। তাদের আহ্বান করতে পারেন শাস্বত সত্যের দিকে। হযরত উমায়ের বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে বহু ষড়যন্ত্র করেছি। মুসলমানদের প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি এখন মক্কায় গিয়ে আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে তাদের আহ্বান করব। হয়তো আল্লাহ তাদের হেদায়েত দেবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমায়েরকে সাদর অনুমতি প্রদান করলেন।

এদিকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া মক্কার উপকণ্ঠে হযরত উমায়ের রা.-এর অপেক্ষায় কাতর হয়ে আছে। কখন আসবে উমায়ের। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হত্যার খবর শুনে তার মুখে। কিন্তু ঘটনা ঘটল এর উল্টো। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহচর উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে যারপরনাই মর্মান্বিত



হলো।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন, উমায়ের রা. তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে দিতে মক্কায় প্রবেশ করেন। তার অন্তর তখন ইসলামের জন্য অপরিসীম দরদ ও ভালোবাসায় পূর্ণ। প্রচণ্ড সাহসে ভরপুর ছিল তার হৃদয়। সেদিন উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে প্রতিহত করার সাহস কারো হয়নি। ইসলামের জন্য উমায়ের নিজেকে উৎসর্গ করেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা ও হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে যখন তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আদেশ প্রদান করেন তখন তারা ফিরাউনকে ভয় পেতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা তাদের অভয় দিলেন। বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি সবকিছু শুনি ও দেখি। তোমাদের ভয় নেই, তোমরা যাও ফিরাউনের নিকট। পবিত্র কুরআনে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى، قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

‘তারা দুজন বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ভয় করি যে, সে আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করবে কিংবা সীমালংঘন করবে। তিনি বললেন, ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখছি।’ ৭৪

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব এখন মুসলমান। আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবি। মক্কায় এসে লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। একদিন যে ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু। সে এখন ইসলামের সহযোগী।

হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা বলো, হযরত উমায়ের ইবনে ওয়াহাব রা. কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন? উমায়ের যেদিন আল্লাহকে চিনতে পারলেন, যেদিন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানতে পারলেন, যেদিন জানতে পারলেন, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু দেখেন, সবকিছু তিনি শোনেন, দৃশ্য ও অদৃশ্যের কিছুই তার কর্তৃত্বের বাহিরে নয়, যেদিন উমায়ের জানতে পারলেন আল্লাহ তায়ালা ‘রাকিব’, যেদিন তিনি আল্লাহর রাসুলের পরিচয় জানতে পারলেন

৭৪ সূরা তহা: ৪৫-৪৬।

সেদিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। কুফরের অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথ গ্রহণ করেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমরা কি আল্লাহকে চিনি না? আমরা কি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে জানি না? আমরা কি জানি না, আল্লাহ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন? আমরা কি জানি না, তিনি গায়েবের বিষয়ে ইলম রাখেন? আমরা কি জানি না আল্লাহর বাণী,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ  
مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي  
كِتَابٍ مُبِينٍ. لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

‘যাবতীয় অদৃশ্যের চাবি তার কাছে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা-কিছু আছে সবই তিনি জানেন। যে পাতাটি পড়ে তাও তার জানা আছে। আবার ভূমির অন্ধকারে যে শস্যদানাটি কিংবা যে আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুটি আছে তাও একটি স্পষ্ট গ্রন্থে লিখিত আছে।’<sup>৭৫</sup>

### আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করেন

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র গুণবাচক নামসমূহ থেকে একটি নাম হলো, ‘হাফিজ’। সংরক্ষক। অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা যিনি মানুষসহ তার সকল সৃষ্টিকে হেফাজত করেন। তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সবকিছু তার আয়ত্বাধীন। যারা তার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা তাদের তিনি গোনাহ ও পাপাচার থেকে হেফাজত করেন। তাদের সাথে দয়া ও কল্যাণের আচরণ করেন।

তোমরা আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করবেন। এ কথার অর্থ কী? বান্দা আল্লাহকে হেফাজত করবে কীভাবে?

বান্দা আল্লাহকে হেফাজত করার অর্থ হলো, বান্দা আল্লাহপ্রদত্ত সীমারেখার হেফাজত করবে। এক দেশের মানুষ যেমন নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে অপর দেশের সীমানায় প্রবেশ করতে পারে না। তেমনি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাকে বৈধ-অবৈধের একটি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা অতিক্রম করার অনুমতি তার নেই।

৭৫ সূরা আনআম: ৫৯।



আল্লাহকে হেফাজত করার অর্থ হলো, বান্দা আল্লাহর যাবতীয় হুক আদায় করবে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাকে যেসব আদেশ করেছেন তা সে পালন করবে। এমনভাবে যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা যা-কিছু বান্দার ওপর ওয়াজিব করেছেন তা আদায় করবে। যা-কিছু তিনি বান্দার ওপর হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। যারা আল্লাহকে হেফাজত করবে অর্থাৎ যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম মেনে চলবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন-

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِنُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

‘তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোজা পালনকারী, রুকু-সিজদাকারী, ন্যায়ের আদেশ দানকারী, অন্যায় থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমাসমূহ রক্ষাকারী। তুমি তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দাও।’<sup>৭৬</sup>

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হে আল্লাহর বান্দারা! এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান আর কী হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের তার যেসব হুক হেফাজত করার আদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাওহিদ। তাওহিদ হলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করা।

## বান্দার ঈমানের হেফাজত

ইমাম বুখারি রহ. তার সহিহ বুখারিতে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন,

রَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.. قَالَ : فَإِنْ حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ : لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ.. قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.. قَالَ : إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْذِبَهُمْ.

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, হে মুয়াজ ইবনে জাবাল! তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি উপস্থিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী? হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুল ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক হলো, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করা। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুয়াজ ইবনে জাবাল, বান্দা যদি তার হক আদায় করে তাহলে বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী? মুয়াজ ইবনে জাবাল বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি বান্দাগণ আল্লাহর হক আদায় করে তাহলে আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক হলো, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না।’<sup>৭৭</sup>

হে আল্লাহর বান্দা, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক বড় হক। হে আল্লাহর বান্দা, এ হক আদায়ের প্রতি অত্যধিক যত্নবান হও। আল্লাহর তাওহীদের ব্যাপারে কখনো কারো সাথে আপস করো না। আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরিক করো না।

৭৭ সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।



আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাওহিদের হেফাজতের জন্য নবী ও রাসুলদের প্রেরণ করেছেন। প্রেরণ করেছেন কিতাব। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

‘যেন জানতে পারেন যে, তারা তাদের প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। তাদের কাছে যা আছে তা তিনি বেষ্টন করেছেন এবং সবকিছুই গুণে গুণে হিসাব রেখেছেন।’<sup>৭৮</sup>

হে আল্লাহর বান্দাগণ! যারা দুনিয়ায় আল্লাহর তাওহিদ ও একত্ববাদকে হেফাজত করবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের পরকালের আজাব থেকে হেফাজত করবেন। তাদের সকল প্রকার শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবেন। তাদের তিনি দূরে রাখবেন জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে। তিনি তাকে আচ্ছাদিত রাখবেন সমূহ শাস্তি ও নেয়ামতের ভেতর। আল্লাহ তায়ালা তাদের দান করবেন সুবিশাল জান্নাত। জাহান্নামের মর্মভ্রদ শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবেন। বান্দা যদিও অন্যান্য গোনাহ করে এবং তওবা না করে তথাপিও ইমান ও তাওহিদ তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। ক্ষণকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে ফিরে আসবে জান্নাতে। এটি আল্লাহ তায়ালায় ঘোষণা। বান্দাদের আল্লাহ তায়ালায় প্রতিশ্রুতি। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাওহিদকে আঁকড়ে ধরো। তার একত্ববাদকে হৃদয়ে ধারণ করো। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

## নামাজ্ সর্বোত্তম ইবাদত

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ওপর যেসব বিষয় ফরজ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ হলো নামাজ। নামাজ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি যার ওপর রাখা হয়েছে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের নামাজের প্রতি অত্যধিক যত্নবান হতে নির্দেশ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

‘তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আছরের) নামাজের প্রতি; আর আল্লাহর সামনে একনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও।’ ৭৯

অপর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

‘যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান।’ ৮০

যারা তাদের নামাজের প্রতি যত্নবান। যারা নিজেদের নামাজের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে। যথাসময়ে নামাজ আদায় করে। অত্যন্ত খুশ-খুশুর সাথে নামাজের প্রতিটি রুকন আদায় করে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের তার শাস্তি ও আজাব থেকে হেফাজত করবেন। নামাজ বান্দার জন্য পরকালে মুক্তি ও নাজাতের ওসিলা হবে।

নামাজ ঈমানের পর সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহ তায়ালা যেসব আমল বান্দার ওপর ফরজ করেছেন তার মধ্যে নামাজ অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة

‘জেনে রেখো! তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল হলো নামাজ।’ ৮১

---

৭৯ সূরা বাকারা: ২৩৮।

৮০ সূরা মুমিন: ৯।

৮১ ইবনে মাজাহ: ২৭৭।



## নামাজ বান্দার রিজিক বৃদ্ধি করে

আল্লাহা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, নামাজ বান্দার রিজিক বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে। কষ্টকে দূর করে। অন্তরকে শক্তিশালী করে। চেহারাকে করে উজ্জ্বল। অন্তরকে করে প্রফুল্ল। নামাজ শরীরের অলসতাকে দূর করে। বক্ষকে প্রসারিত করে। নামাজ আত্মার খাদ্যস্বরূপ। আত্মাকে করে আলোকিত। নামাজ বান্দাকে দেওয়া আল্লাহর নেয়ামতকে হেফাজত করে। বৃদ্ধি করে বরকতসমূহ। শয়তানকে দূরে ঠেলে দেয়। আল্লাহর নিকটবর্তী করে। সর্বোপরি শারীরিক সুস্থতা, অন্তরের শক্তি এবং ক্ষতিকর বিষয়সমূহ দূর করার ক্ষেত্রে নামাজের রয়েছে আশ্চর্য প্রভাব।’

## নামাজ বান্দার বিপদ দূর করে

দুজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করলেন। তাদের মধ্যে একজন নামাজ আদায় করে, অপরজন নামাজ আদায় করে না। তাহলে যে নামাজ আদায় করে তার বিপদ যে নামাজ আদায় করে না তার থেকে কম হবে। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষা করেন। বান্দার কল্যাণের দুয়ারসমূহ খুলে দেন। আখেরাতে তার জন্য জমা হতে থাকে বহু নেক। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের প্রতি একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره

‘হে আদম সন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ আদায় করো, আমি তোমার সারা দিনের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম।’

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

‘তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এলো যারা নামাজ নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির

বশবর্তী হলো। অতএব তারা ভ্রষ্টতার পরিণতি দেখতে পাবে।”<sup>৮২</sup>

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ

‘যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও তখন যিনি তোমাকে দেখেন এবং দেখেন সিজদাকারীদের সাথে তোমার ওঠাবসা।’<sup>৮৩</sup>

### নামাজ সফলতার চাবিকাঠি

নামাজ বান্দার সফলতার চাবিকাঠি। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির সোপান। যারা নামাজের প্রতি যত্নবান আল্লাহ তাদের দিয়েছেন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। তাদের তিনি চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাবেন। ইরশাদ করেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘প্রকৃতার্থে মুমিনগণই সফল; যারা তাদের নামাজে একনিষ্ঠ, যারা ফালতু কথা থেকে বিরত থাকে, যারা দান করে এবং যারা তাদের গুণ্ডাজ সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে কোনো দোষ হবে না। কিন্তু এর বাইরে অন্যদের কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। মুমিন তারা যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা

৮২ সূরা মারইয়াম: ৫৯।

৮৩ সূরা শুয়ারা: ২১৮।



করে, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। এরাই হলো প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যারা বেহেশতের উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৮৪

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

‘ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণ একে অপরের সুহৃদ। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে ও যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং স্থায়ী জান্নাতে সুন্দর সুন্দর আবাসস্থলের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়। সেটিই মহা সাফল্য।’ ৮৫

أَمِنْ هُوَ قَانِتٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

‘যে ব্যক্তি রাতের বেলায় নামাজে সেজদারত বা দাঁড়ানো থাকে, পরকালের ভয় করে এবং নিজ প্রভুর অনুগ্রহ কামনা করে, সে কি তার সমান হবে, যে

৮৪ সূরা মুমিনুন: ১-১১

৮৫ সূরা তাওবা: ৭১-৭২

এমনটি করে না? আপনি বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।' ৮৬

হে আল্লাহর বান্দা! তোমার রব নামাজের এত গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা সত্ত্বেও তুমি নামাজের প্রতি যত্নবান হও না? তবুও তোমার অন্তরে নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি হয় না? তবুও তোমার অন্তর আল্লাহর সামনে সিজদা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না? তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করো, জীবনে কত নামাজ তুমি ছেড়ে দিয়েছ? কত জুমা তুমি মসজিদে আসোনি জিজ্ঞেস করো নিজেকে। জেনে রেখো! আল্লাহর কসম! তুমি যদি নামাজে না দাঁড়াও তাহলে আল্লাহ তোমার অবস্থা ভালো করবেন না। তোমার বিপদ দূর করবেন না। তোমার জীবন সুন্দর হবে না।

### চোখ কান ও অন্তরের হেফাজত

আল্লাহ তায়ালা আমাদের দ্বীনের যেসব বিষয় হেফাজত করতে বলেছেন, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং আমাদের অন্তর। আল্লাহ সুবহানাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পেছনে পড় না। কান, চোখ ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।’ ৮৭

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের শ্রবণশক্তিকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে হেফাজত করো। হারাম ও নাজায়েজ কোনোকিছু কান দিয়ে শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকো। এমন কিছু শ্রবণ করো না যাতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হোন।

তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে হেফাজত করো। হারাম ও নাজায়েজ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন এমন কোনো

৮৬ সূরা যুমার: ৯।

৮৭ সূরা ইসরা: ৩৬



কিছুর দিকে তাকিয়ো না। আল্লাহ তায়ালা যেসব নারীদের দিকে তাকানো হারাম করেছেন তাদের থেকে চক্ষুকে হেফাজত করো।

তোমরা তোমাদের অন্তরকে হেফাজত করো। অন্তরে এমন জিনিসের আশ্রয় দিয়ো না যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। হারাম ও নাজায়েজ বিষয়ে অন্তরে কল্পনা করো না।

তোমরা তোমাদের চিন্তাকে হেফাজত করো। তোমাদের চিন্তাকে কেবল আল্লাহ সুবহানাহ তায়ালা পছন্দনীয় ও প্রিয় বিষয় নিয়ে চিন্তা করো। হারাম ও নাজায়েজ বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করো না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের যেসব বিষয় হেফাজত করার আদেশ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো, লজ্জাস্থান। আল্লাহ তায়ালা মুমিন নারী-পুরুষকে তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করতে অধিক সতর্ক করেছেন। লজ্জাস্থানের হেফাজতের জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গাতে এর আলোচনা করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন মুমিন নারী-পুরুষগণ এ ব্যাপারে অধিক যত্নবান হন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

‘মুমিনদের বলবে তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের গুণ্ঠাঙ্গেও হেফাজত করে।’<sup>৮৮</sup>

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

‘মুমিন নারীদেরও বলবে তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের গুণ্ঠাঙ্গের হেফাজত করে।’<sup>৮৯</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

‘যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।’<sup>৯০</sup>

এভাবে পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে আল্লাহ তায়ালা লজ্জাস্থানের ক্ষেত্রে হেফাজত করার কথা বলেছেন। আর তিনি হেফাজত করার কথা কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রেই বলে থাকেন। যেমন, ঈমান। ঈমান মুমিনের

৮৮ সূরা নূর: ৩০।

৮৯ সূরা নূর: ৩১।

৯০ সূরা মুমিন: ৫।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুনিয়া-আখেরাতে এর চেয়ে দামি ও মূল্যবান আর কিছু নেই। ঈমান হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

‘তোমরা তোমাদের ঈমান হেফাজত করো।’ ৯১

### আল্লাহ শ্রবণ করছেন আপনার কথা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ও গুণবাচক নামসমূহের একটি হলো, ‘সামিউন’। অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা যিনি তার বান্দাদের যাবতীয় কিছু শ্রবণ করেন। গোপন-প্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য কোনোকিছু তার শ্রবণের বাহিরে নয়।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।’ ৯২

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

‘নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।’ ৯৩

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

‘নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।’ ৯৪

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল কথা শোনেন। আমাদের কথার উত্তর প্রদান করেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের কথা তিনি শ্রবণ করেন। তাদের নড়াচড়া, তাদের গোপন ও প্রকাশ্য কথা সবকিছু তিনি শ্রবণ করেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

৯১সূরা মায়েরা: ৮৯।

৯২সূরা বাকারা: ১২৭।

৯৩সূরা লুকমান: ২৮।

৯৪ সূরা সাবা: ৫০।



سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ  
بِالنَّهَارِ، لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ  
وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ  
السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ  
الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

‘তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ করে এবং রাতে লুকিয়ে থাকে আর যে দিনে অবাধে বিচরণ করে তার কাছে সবাই সমান। মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে রয়েছে একের-পর-এক আগমনকারী ফেরেশতাবৃন্দ তারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে পাহারা দিয়ে রাখে। আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে চান তখন কেউ তা ফেরাতে পারে না। তিনি ছাড়া তাদের কোনো বন্ধু নেই। তিনিই ভয় ও আশা সঞ্চার করার জন্য তোমাদের বিজলি দেখান এবং তিনিই ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন। তিনি পৃথিবীতে বজ্রপাত করেন এবং এর দ্বারা যাকে চান তাকে আঘাত করেন। তবুও তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তিনি প্রচণ্ড প্রতাপশালী।’<sup>৯৫</sup>

একবার জনৈক মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বলল, আমার স্বামী আমাকে

أنت علي كظهر أمي

‘তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো’ বলেছে।<sup>৯৬</sup> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৯৫ সূরা রাদ: ১০-১৩।

৯৬ নিজের স্ত্রী অথবা তার কোনো অঙ্গকে মায়ের সাথে অথবা স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম এমন কোনো মহিলার পৃষ্ঠদেশতুল্য বলে আখ্যায়িত করাকে ইসলামি আইনের পরিভাষায় যিহার বলে। এ কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মায়ের সাথে যেমন মেলামেশা হারাম, তেমনি স্ত্রীর সাথেও হারাম করা। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তার জন্য করণীয় হলো, স্ত্রীকে স্পর্শের পূর্বে কাফফারা আদায় করা। যিহারের কাফফারা হলো, রমজান মাসে স্বেচ্ছায় রোজা ভঙ্গার কাফফারার ন্যায়। একজন গোলাম আজাদ করবে। যদি গোলাম আজাদ করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে টানা দুই মাস রোজা রাখবে। যদি তাও না পারে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার



ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় মহিলাকে এর হুকুম বলে দিলেন। আল্লাহর শপথ! তুমি তার ওপর হারাম হয়ে গেছ। মহিলা বলল, আপনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন। আমার একটি কোলের শিশু রয়েছে। তাকে যদি তাদের নিকট পাঠিয়ে দিই তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি আমার নিকট রাখি তাহলে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ! সে তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ও সে মহিলার মাঝে ব্যবধান ছিল একটি পর্দা। আমি তার কিছু শ্রবণ করেছি এবং কিছু কথা আমার নিকট অস্পষ্ট ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন।

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ  
تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ  
أُمَمَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ  
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

‘যে মহিলা তার স্বামী সম্বন্ধে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথাবার্তাই শুনেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদের জন্মদান করেছে। বস্তুত তারা এক জঘন্য কথা আর মিথ্যা বলে থাকে। আল্লাহ মার্জনাকারী ও

খাওয়াবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদের প্রসব করেছে। তারা তো কেবল অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।’ সূরা মুজাদালা: ২। যিহারের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের জন্য পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একটি দাসমুক্তির বিধান দেওয়া হলো। এটি তোমাদের জন্য নির্দেশ। আর তোমরা যা-কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। অতঃপর যে সেটার সামর্থ্য রাখে না তাকে পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একটানা দু-মাস রোজা রাখতে হবে। যে তারও সামর্থ্য রাখে না তাকে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। এ বিধান এজন্য যে, আল্লাহ ও তার রাসুলের ওপরে তোমরা যেন ঈমান রাখো। এটি আল্লাহর সীমারেখা।’ সূরা মুজাদালা: ৩-৪। [অনুবাদক]



বুখারি শরিফে হযরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে তাকবির দিতে থাকি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, তোমরা আস্তে তাকবির দাও। আল্লাহ তো বধির নন। তিনি তোমাদের সাথেই আছে। তিনি তোমাদের কথা শোনেন, তোমাদের দেখেন।’

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

‘আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। ঘাড়ের শিরার চেয়েও আমি তার কাছে রয়েছি।’<sup>৯৬</sup>

একদা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কোথাও যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.। চলতে চলতে পশ্চিমমুখে মদিনার এক অপরিচিত মহিলার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো। মহিলাটি হযরত উমর রা.-কে বলল, হে উমর! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ আপনাকে প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। মহিলার কথা শুনে হযরত উমর রা. কাঁদতে থাকেন। এটা দেখে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. মহিলাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। হযরত উমর রা. তাকে বাধা প্রদান করে বললেন, হে আবু উবায়দা! মহিলাকে ছেড়ে দাও। সে যা বলেছে আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান উপর থেকে তা শুনেছেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ সুবহানাহ তায়ালা আমাদের সকল কথা শোনেন। আমরা আস্তে বলি কিংবা জোরে, প্রকাশ্যে বলি কিংবা গোপনে। বিশাল জগতের সকল কিছুই তার শক্তি ও কর্তৃত্বের অধীন। তাই হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকো।

## আল্লাহ আপনাকে দেখছেন

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামসমূহের একটি হলো, ‘বাসির’। অর্থাৎ তিনি ওই সত্তা যিনি বিশ্বজগতের সবকিছু দেখেন। ছোট-বড়, প্রকাশ-অপ্রকাশ্য কোনোকিছুই তার দৃষ্টির বাহিরে নয়। তিনি দেখেন যা রয়েছে জমিনের নিচে এবং যা রয়েছে আসমানের উপর। সাগরের গভীর তলদেশেও তিনি দেখেন। দেখেন গর্তের পিপীলিকার বিচরণও।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

‘কোনো দৃষ্টি তার নাগাল পায় না, তবে তিনি সব দৃষ্টির নাগাল পান। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুর খবর রাখেন।’ ৯৯

খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর রা. গভীর রাতে মদিনার পথ ধরে বিচরণ করছেন। চলতে চলতে হঠাৎ একটি গৃহের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে যান। এক বৃদ্ধা মহিলা তার মেয়েকে বলছে দুধে পানি মেশাতে। তখন মেয়েটি তার মাকে বলল, হে আমার মা! তুমি কি জানো না, খলিফা দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। মেয়ের কথা শুনে মা বলল, খলিফা কি এত রাতে তোমাকে দেখবে? তখন মেয়েটি বলল, খলিফা না দেখুক কিন্তু আল্লাহ তো দেখবেন।

এটি তো একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ছোট-বড় সকাই তা জানে। কিন্তু এ গল্পের যে শিক্ষা, যে প্রভাব তা আমাদের জীবনে কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না? কেন এ গল্পের শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে না? কেন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করছি না আমরা? কেন আমরা বিরত থাকছি না সকল অন্যায় ও পাপচার থেকে?

আমি আপনাদের আরো একটি গল্প বলছি। যা আমাদের অন্তরকে ভাবিয়ে তুলবে। আমাদের হৃদয়কে অধিক প্রভাবিত করবে। একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. মরুভূমির পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক রাখাল বালককে দেখতে পেলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর অন্তরে হঠাৎ কৌতূহল জাগল। তিনি বালককে পরীক্ষা করতে চাইলেন। বললেন, তোমার পাল থেকে একটি বকরি আমার নিকট বিক্রি



করে দাও। বালকটি বলল, আমি তো এসবের মালিক নই, মালিকের পক্ষ থেকে আমানতদার মাত্র। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, তোমার মালিককে বলে দেবে, একটি বকরি নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। তখন সে রাখাল বালক, যার অন্তর আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ, সে বলল, আমি আমার ছোট মালিককে না হয় ধোঁকা দেব, কিন্তু আমার যিনি প্রকৃত মালিক-আল্লাহ-তাকে আমি কীভাবে ধোঁকা দেব। এ কথা শুনে ইবনে উমর রা. কাঁদতে লাগলেন।

আল্লাহর কসম! সে রাখাল বালক যে উত্তর দিয়েছে এর চেয়ে সত্য ও সুন্দর উত্তর আর হতে পারে না। এর চেয়ে সত্য জবাব আর কিছুই নেই।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، يَوْمَ يُوقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

‘যেদিন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। সেদিন আল্লাহ তাদের যথার্থ কর্মফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য এবং সবকিছু প্রকাশকারী।’ ১০০

একজন সাধারণ রাখাল বালকের অন্তরে আল্লাহর প্রতি যে ভয় তা আমাদের অন্তরে নেই কেন? একজন মরু বালকের অন্তরে যদি আল্লাহর এত অধিক ভয় থাকে তাহলে আমাদের অন্তর কেন আল্লাহর ভয় থেকে শূন্য?

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সবকিছু দেখছেন। তাই হে আল্লাহর বান্দা! তোমার রবের অবাধ্যতা পরিত্যাগ করো। সকল প্রকার নাফরমানি ও পাপাচার ছেড়ে দাও। তোমার সকল অন্যায় অপকর্ম তিনি দেখছেন। একদিন অবশ্যই এর পরিপূর্ণ হিসাব দিতে হবে। তোমার সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত। কিছুই তার ইলমের বাহিরে নয়।

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

‘নিশ্চয় তিনি বান্দাদের সম্পর্কে অবগত এবং তিনি তাদের সবকিছু দেখেন।’ ১০১

১০০ সূরা নুর: ২৪।

১০১ সূরা শুরা: ২৭।

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

‘বান্দাদের পাপের খবর রাখা এবং তা দেখার জন্য তোমার প্রভুই যথেষ্ট।’  
১০২

### আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়

আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের একটি হলো ‘আলিম’। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানেন যা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। যিনি জানেন তার সৃষ্টিজগতের সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ। যিনি জানেন মানুষের ঈমান ও কুফর, জানেন তাদের সকল প্রকার কল্যাণ ও অকল্যাণ।

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

‘তিনি অন্তরের বিষয়াদি জানেন।’ ১০৩

ইমাম সাদি বলেন, ‘আলিম’ হলেন ওই সত্তা যিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, প্রকাশ্য ও গোপন, উর্ধ্ব জগত, নিম্ন জগত, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন। কোনোকিছুই তার ইলমের বাহিরে নয়।’

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

‘তুমি কি দেখোনা, আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? যে কোনো তিনজনের গোপন কথা হলে তিনি থাকেন তাদের মাঝে চতুর্থ জন এবং পাঁচজনের হলে তিনি থাকেন তাদের মাঝে ষষ্ঠজন। আবার এর চেয়ে কম কিংবা বেশি জনের হলেও তারা যেখানেই থাকুক, তিনি তাদের

১০২ সূরা ইসরা: ১৭।

১০৩ সূরা মূলক: ১৩।



সঙ্গে থাকেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের কাজের ফলাফল তাদের জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সবকিছুই অবগত।”<sup>১০৪</sup>

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ ۚ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.

‘তিনিই রাতে তোমাদের প্রাণহীন করেন। আর দিনে তোমরা যা-কিছু করছো তাও জানেন। অতঃপর দিনে তিনি তোমাদের জখত করেন, যাতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়। তারপর তারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা-কিছু করেছিলে তিনি তোমাদের তা অবহিত করবেন।’<sup>১০৫</sup>

### হৃদয়ে আল্লাহর নামসমূহের প্রভাব

এগুলো আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ থেকে কতিপয় নাম। কিন্তু কোথায় আমাদের জীবনে এসবের প্রভাব? কেন আল্লাহর পবিত্র নামের প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ে না? কেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি না। তিনি আমাদের সকল কিছু দেখেন, সকল কিছু জানেন, সকল কিছু শোনেন; তবুও আমরা অন্যায় ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকি না। কোথায় আমাদের ঈমান। কোথায় আমাদের লেনদেন ও ইবাদতের মধ্যে ইহসান?

যদি প্রকৃতার্থেই মুমিন হয়ে থাকো তাহলে নির্জনে, একাকী, গোপনে ও প্রকাশ্যে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকো। ঈমান কেবল বাহ্যিকতার নাম নয়। শুধু দুই রাকাত নামাজ বা দিনের বেলা রোজা রাখার নামই ঈমান নয়। ঈমান হলো, অন্তরের চেষ্টা ও মুজাহাদার নাম। সকল ফরজ, ওয়াজিব পালন করার নাম। সকল হারাম ও নাজায়েজ থেকে

<sup>১০৪</sup> সূরা মুজাদালা: ৭।

<sup>১০৫</sup> সূরা আনআম: ৬০।

সর্বতোভাবে বেঁচে থাকার নাম।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায় এবং নিজেকে প্রবৃত্তির (অনুসরণ) থেকে বিরত রাখে তার ঠিকানা হলো জান্নাত।’<sup>১০৬</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে জায়গা দেবেন। সেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। সাত প্রকার ব্যক্তির মধ্যে এক প্রকার হলো, যারা একাকী গোপনে আল্লাহর জিকির করে এবং তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়। আরেক প্রকার হলো, যাকে কোনো সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা অন্যায় কাজের জন্য ডেকেছে কিন্তু সে তাতে সাড়া না দিয়ে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সে বলল আমি আল্লাহকে ভয় করি।

হযরত আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা দাহর থেকে তিলাওয়াত করছিলেন,

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً

‘মানুষের ওপর কি এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না?’<sup>১০৭</sup>

সুরার শুরু থেকে পড়তে পড়তে পূর্ণ সুরা পড়ে শেষ করলেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না। আমি যা শ্রবণ করি তোমরা তা শ্রবণ করো না। আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম হাসতে এবং কাঁদতে বেশি।’

কিয়ামতের দিন গোনাহগার ও পাপাচারীরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। সেদিন তারা চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,



الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلَقُ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।’<sup>১০৮</sup>

সুতরাং তোমরা ভয় করো সে দিনকে যেদিন তোমাদের কেউ থাকবে না। থাকবে না কোনো আপনজন। তোমাদের থাকবে না কোনো ক্ষমতা। থাকবে না কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি। থাকবে না কোনো সম্পদ। সেদিন তোমরা হবে চূড়ান্ত অসহায়। সেদিন আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সেদিন আল্লাহ কতক মানুষকে সম্মানিত করবেন। কতক মানুষকে তার আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন। কতক মানুষকে তিনি করবেন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ। সেদিন মানুষ হবে চূড়ান্ত অসহায়। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভয় করো কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনকে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি তোমাদের কীভাবে বোঝাবো? কীভাবে বোঝাবো আমি তোমাদের? আমার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ফিরে এসো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার দিকে। তিনি তোমাদের সবকিছু দেখছেন, শুনছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন। তোমরা কেউ তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে নও। কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিটি কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেদিন প্রতিটি কাজের হিসাব ব্যতীত এক কদম সামনে এগুতে পারবে না। হে আল্লাহর বান্দা! সেদিন যে ব্যক্তি সফল সেই প্রকৃত সফল। তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। কিন্তু সেদিন যে ব্যর্থ হবে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আল্লাহর কসম! তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই।

হে আল্লাহর বান্দারা! ফিরে এসো। ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার মুরাকাবায় আল্লাহ আল্লাহ। তোমার ধ্যানে আল্লাহ আল্লাহ। তোমার গোপনে আল্লাহ আল্লাহ। তোমার প্রকাশ্যে আল্লাহ আল্লাহ। তোমার নিয়তে আল্লাহ আল্লাহ। তোমার কাজে আল্লাহ আল্লাহ। কেবলই আল্লাহ আল্লাহ। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও আরাধ্য হবে আল্লাহ। তার অনুসরণ, তার আনুগত্য এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনই হবে

মুমিনের সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু।

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও এবং দেখতে পান সিজদাকারীদের সাথে তোমার ওঠা-বসা। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।’<sup>১০৯</sup>

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ، كَانَتْهُمْ حُمْرُ مُسْتَنْفِرَةٍ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنشَرَةً، كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ، وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

‘তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যেন তারা ভয় পেয়ে পলায়নকারী গাধা। যারা কোনো সিংহের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে উন্মুক্ত আসমানি কিতাব দেওয়া হোক। কখনো নয়, আসলে তারা পরকালকে ভয় করে না। কখনো নয়, নিশ্চয় এটি একটি উপদেশ। অতএব, যে চায় সে যেন এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। তবে আল্লাহ চাইলেই কেবল তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। তিনি ভয় করার হকদার ও ক্ষমার মালিক।’<sup>১১০</sup>

হে আল্লাহর বান্দা! কোন শরীর নিয়ে তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে? কোন মুখে তুমি আল্লাহর সম্মুখে তোমার কৃতকর্মের হিসাব দেবে? আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। জেনে রেখো, আখেরাতের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ। এর থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো, আল্লাহর আনুগত্য করা। অন্তরে তাকওয়া এবং খোদাভীতি সৃষ্টি করা।

১০৯ সূরা শুয়ারা: ২১৮।

১১০ সূরা মুদাছছির: ৪৮-৫৬।



## স্বগতর প্রার্থনা

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনি যদি আপনার প্রিয় ও আনুগত্যশীল বান্দা ব্যতীত আর কাউকে ক্ষমা না করেন, তাহলে গোনাহগার ও পাপী বান্দারা কোথায় যাবে? কার নিকট তারা আশ্রয় প্রার্থনা করবে? হে আল্লাহ! আপনি যদি কেবল মুত্তাকি বান্দাদের প্রতি রহম করেন তাহলে আপনার অবাধ্য ও পাপাচারী বান্দারা কার নিকট সাহায্য কামনা করবে? আপনি তো তাদেরও রব। আপনি ছাড়া তো কেউ নেই তাদের। হে আল্লাহ! যারা অসহায় ও দরিদ্র তারা তো ধনীদেব দুয়ারে যাবেই। হে আল্লাহ! আপনার চেয়ে বড় ধনী আর কে আছে? হে আল্লাহ! যারা লাজ্জিত, অপমানিত তারা তো সম্মানিতদের দুয়ারে করাঘাত করবেই। হে আল্লাহ! আপনার চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কে আছে। হে রাহমানুর রাহিম! হে আরহামুর রাহিমিন! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনি আমার পাপী বান্দাদের ক্ষমা করে দিন। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি আমাদের ওপর সীমাহীন করুণা করুন। আপনি আমাদের আপনার পূর্ণ আনুগত্যের তাওফিক দিন। আমাদের আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা কামনা করি। আমরা আপনার অপরিসীম ভালোবাসা প্রার্থনা করি। এবং প্রার্থনা করি ওই ব্যক্তির ভালোবাসা যে আপনাকে ভালোবাসে। হে আল্লাহ! আপনি আপনার ভালোবাসাকে আমাদের অন্তরে পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট পানির চেয়ে অধিক প্রিয় বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দিন। আমাদের অন্তরে ঈমানকে সুসজ্জিত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি কুফর, ফুসুক ও গোনাহকে আমাদের নিকট ঘৃণিত করে দিন। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সৎপথে পরিচালিত করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার প্রার্থনা করছি, আমরা যেন দেখে ও না দেখে আপনাকে ভয় করি। হে আল্লাহ! সম্ভৃষ্টি-অসম্ভৃষ্টি, লাভ-ক্ষতি সর্বক্ষেত্রে আমরা সত্য বলার প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! দরিদ্র ও ধনাঢ্য উভয় অবস্থায় আমরা আপনার সম্ভৃষ্টির প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার চেহারা দর্শনের আনন্দলাভের প্রার্থনা করি। আপনার সাক্ষাৎলাভের প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ! হে রাহমানুর রাহিম! আপনি আমাদের ঈমানের সাজে সজ্জিত



করে দিন। হে আল্লাহ! হে দয়ালু মেহেরবান! আপনি আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সৎপথে পরিচালিত করুন। আমাদের সরল-সঠিক পথে অটুট ও অবিচল রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আমাদের নিজ দেশে নিরাপদ রাখুন। আমাদের দেশকে শান্ত ও নিরাপদ রাখুন। আমাদের দেশের শাসক ও নেতাদের সৎপথে পরিচালিত করুন। তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের দেশকে এবং সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে শত্রুর শত্রুতা থেকে হেফাজত করুন। সাম্রাজ্যবাদী আত্মসন থেকে মুসলিম দেশগুলোকে নিরাপদ রাখুন। শত্রুর সকল অনিষ্টতা থেকে মুসলিম মানচিত্রগুলো মুক্তি ও শান্তির চাদরে ঢেকে রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীনকে, আপনার কিতাবকে, আপনার নবীর সুন্নতকে এবং আপনার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি সাহায্য করুন। আপনি সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের সাহায্য করুন। তাদের রণাঙ্গনে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! হে সাহায্যকারী! আপনি মুজাহিদদের সাহায্য করুন, যেভাবে সাহায্য করেছেন বদরের রণাঙ্গনে। তাদের বিজয় দান করুন, যেমন বিজয় দান করেছেন বদরে মুসলমানদের। হে আল্লাহ! যারা মুজাহিদদের সাহায্য করছে আপনি তাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করছে, আপনি তাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও মুসলমানদের লাঞ্ছিত করছে তাদের লাঞ্ছিত করুন। যারা মুসলমানদের মিটিয়ে দিতে আত্মাণ চেষ্টা করছে আপনি তাদের মিটিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হয়ে যান। আমাদের আপনার বানিয়ে নিন। আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে দিন আপনার অফুরন্ত ভালোবাসায়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ  
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَىٰ نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
تَصْنَعُونَ.



তোমরা ভয় করো সে দিনকে যেদিন তোমাদের কেউ থাকবে না। থাকবে না কোনো আপনজন। তোমাদের থাকবে না কোনো ক্ষমতা। থাকবে না কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি। থাকবে না কোনো সম্পদ। সেদিন তোমরা হবে চূড়ান্ত অসহায়। সেদিন আল্লাহ তায়ালায় দয়া ও করুণা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সেদিন আল্লাহ কতক মানুষকে সম্মানিত করবেন। কতক মানুষকে তার আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন। কতক মানুষকে তিনি করবেন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ। সেদিন মানুষ হবে চূড়ান্ত অসহায়। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভয় করো কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনকে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি তোমাদের কীভাবে বোঝাবো? কীভাবে বোঝাবো আমি তোমাদের? আমার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ফিরে এসো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় দিকে। তিনি তোমাদের সবকিছু দেখছেন, শুনছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন। তোমরা কেউ তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে নও। কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিটি কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেদিন প্রতিটি কাজের হিসাব ব্যতীত এক কদম সামনে এগুতে পারবে না। হে আল্লাহর বান্দা! সেদিন যে ব্যক্তি সফল সেই প্রকৃত সফল। তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। কিন্তু সেদিন যে ব্যর্থ হবে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আল্লাহর কসম! তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই।

